"লীলা নাট্যসমাজ" ও "ভারত নাট্যসমাজের"

নাট্যসংগ্রাম উপলক্ষে বিনা মূল্যে বিতরিত।

দেবযানী

মহাভারত নাট্যকাব্য হইতে সংগৃহীত।

(ভারত নাট্যসমাজে অভিনীত)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;

সন ১২৯৬ সাল।

ওঁ নমো ভগবতে বা

গ্রন্থসূচনা।

(যজ্ঞস্থল)

জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন, মহর্ষিগণ ও সদস্যগণ।

জন্মেজয়। বলিহারী—অমৃতলহরী!—
অভিজ্ঞান-শকুন্তলা উপাখ্যান ভব!
পুরুবংশধর-দুষ্মন্তের মহৎ চরিত্র, কলি
শকুন্তলা সতীত্বের আদর্শ প্রতিমা!
হে তপোধন!
শুনেছি দশম প্রজাপতি—
মহাপ্রাজ্ঞ যযাতি নৃপতি,
এ বংশের ছিলা পূর্ব্বতন।
কহ কহাজন,
কিরূপে সে যযাতি রাজন,
পরম দুর্লভা নারী শুক্রের তনয়া
দেবযানী করিলেন লাভ?
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সনে
কিরূপে ঘটিল কুটুম্বিতা?
এ বৃত্তান্ত ও তাঁহার বংশপরম্পরা
সমুদয় করিয়ে কীর্ত্তন,

একান্ত কৌতুকাক্রান্ত অন্তর আমার
পরিতৃপ্ত করুন মহর্ষে!

বৈশম্পায়ন। শুন মহারাজ!
সত্য-পরাক্রম ধীর সম্রাট যযাতি,
ধর্ম্মতঃ প্রজা নিকরে করিয়ে পালন,
যাগ যজ্ঞ ভক্তি সহ পিতৃদেব গণে
পূজা করি,—
সুপূজ্য হ'লেন চরাচরে!
দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা নামিনী—
দুই রাণী আছিল তাঁহার।
যদু ও তুর্ব্বসু নামে এই পুত্রদ্বয়—
লইলেন দেবযানী-জঠরে আশ্রয়।
দ্রুহ্য, অনু, পুরু নামে ও তিন নন্দন
জনমিল শর্ম্মিষ্ঠা উদরে।
সকলেই পরস্পর বিদ্যা-বুদ্ধিমান,
শস্ত্র শাস্ত্রে সুশিক্ষিত মহাবলশালী।
এইরূপ পুত্রগণ সনে—
বহুদিন ভুবন পালন করি,
অবশেষে কোন দোষে শুক্র অভিশাপে
জরাগ্রস্থ হইলেন রাজা।
ভয়ঙ্করী জরার প্রভাবে—
ভোগ সুখে বঞ্চিত হইয়ে,
পুত্রগণে সম্বোধিয়া কহিলেন রাজা;
"পুত্রগণ,—
দীর্ঘসত্র অনুষ্ঠান কালে,
মহর্ষি উশনা শাপে,
কামার্থ নাশিনী জরা—
করিয়াছে আক্রমণ মোরে;

সেই হেতু সাতিশয় সন্তপ্ত হতেছি।
অতএব হে পুত্রগণ!
তোমাদের মাঝে একজন—
মম জীর্ণ কলেবর করিয়া ধারণ
বিনিময় করহ স্বরূপ।
আমি তাঁর নবতনু করিয়ে আশ্রয়,
করিবহে বিষয় সম্ভোগ।”
এ কথা শুনিয়া—
যদু আদি পুত্র চতুষ্টয়—
অস্বীকার করিল তখন।
অবশেষে সকল কনিষ্ঠ পুরু আসি,
স্বীয় নব-যৌবন-সম্পন্ন—
সুকুমার কলেবর পিতৃদেবে করিয়ে প্রদান,
মুখোজ্জ্বল করিল পিতার।
শার্দ্দূল বিক্রান্ত রাজা যযাতি যুবক—
সহস্র বৎসর—
উভয় পত্নীর সনে করিয়া সম্ভোগ
পরিতৃপ্ত হ’লনা হৃদয়ে।
অবশেষে চৈত্ররথ কুবের উদ্যানে—
বিশ্বাচী অপ্সরা সনে করিয়ে বিহার—
জন্মিলনা বিরক্ত তাঁহার।
অতঃপর মনমাঝে জন্মিল বিরাগ।
“কাম্য বস্তু অবিরাম করিয়া সম্ভোগ,
কিছুমাত্র উপশম হয় না কামের;
বরঞ্চ সঘৃত অগ্নি সম—
ক্রমশঃ জ্বলিয়ে উঠে।
যদি কেহ একজনে—
অনন্ত এ রত্ন-প্রসূ সমস্ত পৃথিবীর—

হিরণ্য, বিষয় বস্তু, সমস্ত মহিলা,—
হায়রে একাদিক্রমে করে উপভোগ,
তথাপি হয়না তার তৃপ্তির সাধন।
অতএব শান্তি পথ শ্রেয়ঃ সবাকার,
এ সংসারে বৈরাগ্যই সার।”
এই বলি মহারাজ যযাতি তখন,
ত্বদীয় যৌবন—
স্বীয় পুত্রে কৈল প্রত্যর্পণ,
নিজ জরা নিজ দেহে করিল গ্রহণ।
অনন্তর যযাতি ধীমান,
পুরুকে কহিল স্নেহভাষে,—
“বৎস,—
তুমি—সত্য পুত্রকার্য্য সম্পন্ন করেছ,
বংশরক্ষা তোমাতেই হবে।
অতএব তব বংশ,
ভারতে পৌরব বংশ বলি
লোক মাঝে হইবে প্রখ্যাত।”
নরপতি যযাতি তখন—
পুত্রধনে রাজ্যভার করি সমর্পণ,
তপশ্চরণে মন করিলা নিবেশ।
অবশেষে অনশন-ব্রত করিয়া ধারণ,
সস্ত্রীক স্বরগবাসী হ’লেন যযাতি।—

জন্মেজয়। মহাশয়, শুনিলাম অদ্ভুত বিষয়।
সম্পূর্ণ বিস্তীর্ণ ভাবে এই উপাখ্যান—
শুনিতে বাসনা করি।

বৈশম্পায়ন। দেবযানী উপাখ্যান শুনহ সকলে।

ইতি গ্রন্থসূচনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(স্বর্গ—ইন্দ্রলোক)

ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বৃহস্পতি

ইন্দ্র। হা বৃহস্পতে !
এতদিনে দৈববল গেল রসাতলে,—
এতদিনে ইন্দ্রনাম স্বর্গধাম হ'তে
চিরতরে হ'ল অপলোপ !—
হায় হায় কে জানেরে—

দুর্দ্দান্ত দানবগণে করিতে দমন—
করিনু প্রস্তাব পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন,
দেবাসুরে হ'ল হায় সদ্ভাব স্থাপন ;
উভ-দল একে মিলি—
প্রাণপন করিল মন্থনে।
হায়রে কতই বাধা করি অতিক্রম
সুধালাভ হ'ল দেব ভালে ;
নাম মাত্র হইনু অমর।
হায় বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে !
বিধির করুণা দৃষ্টি লভিল দানব ;

মহাতেজে হয়ে তেজীয়ান,
ওহো ওহো—সেই কাল শুক্রাচার্য্য-বরে
পৌরহিত্যে করিল বরণ।
কে জানিত শুক্রাচার্য্য এতই ভীষণ ?
কে জানিত মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা—
শুক্রাচার্য্য করতলগত।
রণস্থলে পূর্ণোৎসাহে ধায় দেবগণ—
প্রাণপনে অস্ত্র শস্ত্র করে বরিষণ,
প্রাণপনে করে রণ ;
কিন্তু হায় সকলি বিফল।
নিমেষে দানব দল সবল হইয়ে
রোষে রুষি অন্তিম সাহসে আসি
বিনাশিল দেবতা নিকরে !
দেবরক্তে প্রবাহিল সমর-প্রাঙ্গণ
মুহূর্ত্তে দানবগণ হইল বিজীত।
পুনঃ দেখ কি আশ্চর্য্য ! দৈত্যদের দেহে—
বিন্দুমাত্র লাগেনা আঁচড় !
যদি কেহ ভ্রান্তিবশে রণস্থল মাঝে—
একবার দেয় শিরপাতি,
অমনি তখনি হায় শুক্র মহামুনি—
অদ্ভুত বিদ্যার বলে—
পুনঃ তারে করে সঞ্জীবিত।
হা বৃহস্পতি !
কি উপায় করি—
আর কিবা যুক্তি আছে তব ?

বৃহস্পতি। সম্মুখ সংগ্রামে আর নাহিক নিস্তার,—
ছল রণে নাহি প্রয়োজন ;
কৌশলেতে মহাকার্য্য উদ্ধারিতে হবে।

স্থির হও—দেবেন্দ্র সুধীর;
তুমি যদি হইবে অস্থির,
ইন্দ্রলোক যাবে রসাতলে।
স্থির হও—শান্ত হও—দেবতা মণ্ডলী,—
অচিরাৎ ধ্বংস হবে দৈত্য-অহঙ্কার!
পুত্র মম সত্য বলে ভুবন বিজয়ী,
শান্ত সুশ্রী সুধীর সুবোধ,
কার্য-তৎপরতা-গুণে বিখ্যাত সংসারে;
তা হতেই কার্য্যসিদ্ধ হবে।
কোন ছলে প্রেরহ তাহারে—
বিদ্যাবান্ শুক্রাচার্য্য কাছে।
দেবযানী শুক্রের কন্যারে
যথাশক্তি করি আরাধনা,
পিতা পুত্রী উভয়কে সন্তুষ্ট করুক,
কৌশলে সে মহাবিদ্যা করুক হরণ,
তা হইলে মনস্কাম হইবে পূরণ!
এবে আমি যাই অন্তরালে,
আন তারে দৈব বিদ্যাবলে।

(বৃহস্পতির প্রস্থান)

ইন্দ্র। কোথা কচ বৃহস্পতি-সুত!
এস এস দেবেশ সমীপে,
সঙ্কটে পড়িয়া মোরা ডাকিহে তোমায়।

(কচের প্রবেশ)

গুরুপুত্র, প্রণিপাত করি।
বড় দায়ে ঠেকেছি সকলে,
অসময়ে আবাহন তাইহে তোমারে।
ত্রিংশৎ ত্রিকোটী দেব সনে

বাসব শরণাপন্ন, হইল তোমার,
এ বিপদে তুমি বিনা কেহ নাহি আর ;
মহাকার্য্য তোমা হ'তে হইবে উদ্ধার !
ধর ধর মিনতি আমার।—
দুর্ব্বার অমিততেজাঃ শুক্রাচার্য্য মুনি
মৃত সঞ্জীবনী ওহো মহাবিদ্যা বলে
সর্ব্বনাশ করিছে স্বর্গের।
অতএব সেই বিদ্যা করিয়ে হরণ—
অমরের অংশভাগী হও।
সম্প্রতি সে কালান্তক মুনি,
দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা কাছে
সদম্ভে করিছে অবস্থিতী,
কিসে হবে দেব সর্ব্বনাশ,
এই চিন্তা দিবানিশী তাঁর,
এই মন্ত্র দেন্ দৈত্যরাজে।
তুমি শিশু সরল স্বভাব,
গলাতে তাঁহার সেই পাষাণ পরাণ—
তুমিই সক্ষম হবে।
অগ্নিকল্প সেই মহর্ষির,
আছে কন্যা দেবযানী নামে ;
দাক্ষিণ্য সাধুতা গুণে—
যদি তুমি সন্তুষ্ট করিতে পার তারে,
সুনিশ্চয় লাভ হবে মহাবিদ্যা তাঁর,
নিশ্চয় দেবতা-ভয় ঘুচিবে অচিরে।

কচ। তথাস্তু, স্বীকৃত আমি বচনে তোমার !

ইন্দ্র। ধন্য বৃহস্পতি-সুত কচ গুণধর !—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দৈত্যসভা)

বৃষপর্বা, শুক্রাচার্য্য ও অন্যান্য দৈত্যগণ।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জয় হ'ক দৈত্যরাজ!

বৃষপর্বা। কি সংবাদ দূত?

দূত। মহারাজ,—দ্বারদেশে জনৈকব্রাহ্মণ—
রাজদরশন হেতু করে অবস্থান!

শুক্রাচার্য্য। রাজ-বিধি মতে—দ্বিজ অভ্যাগতে—
যে রূপেতে সৎকারিয়া হয়েন্ আনিত,
সেইরূপে আন তারে রাজসভা মাঝে!

দূত। যথা আজ্ঞা বিপ্রবর!—

(দূতের প্রস্থান ও কচকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কচ। যাঁহার অমোঘ মন্ত্রে বদ্ধ দৈত্যরাজ,
মৃত-সঞ্জীবিত হয় যাঁর বেদ-ভাষে,
যাঁহার প্রভাবে ভীত দেবেন্দ্র ত্রিদিবে;
সেই দৈত্যকুলগুরু, তেজমন্ত্রকল্পতরু,
মহাযশাঃ মহাতপাঃ শুক্রাচার্য্য পদে—
কোটী কোটী প্রণতি আমার!—

(প্রণাম)

জয় হ'ক দৈত্যরাজ!
সুখী হও শুক্রাচার্য্য সনে।

শুক্রাচার্য্য। স্বস্তি—স্বস্তি—মনস্কাম হউক সকল!

দেহ দ্বিজ আত্ম পরিচয়,—
কহ মোরে আগমন স্বরূপ কারণ!—

কচ। অঙ্গিরার পৌত্র আমি,
বৃহস্পতি সুত,—
কচ নাম ধরি,—
শুক্রাচার্য্য শ্রীগুরু আমার!—

শুক্রাচার্য্য। আমার পরম সখা পূজ্য মহাজন—
বৃহস্পতি জনক তোমার?
ভাল ভাল—সুখী হৈনু হেরিয়ে তোমায়।
কহ বৎস,
কি উদ্দেশে গুরু বলি সম্বোধিলে মোরে?

কচ। গুরুদেব,
বড় সাধ, তবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়ে,
সহস্রবৎসর তরে—
ব্রহ্মচর্য্য করি অনুষ্ঠান,
পরমাত্মা করিব আশ্রয়।

শুক্রাচার্য্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বৃষপর্ব্বা। কেন বাপু,—
বুদ্ধিমান বৃহস্পতি জনক থাকিতে—
(যে সে নন্ তিনি—
দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সদা আজ্ঞাবহ)
অন্য কাছে দীক্ষা নিতে সাধ কেন তব?

কচ। দৈত্যরাজ, 'সাধ কেন' কহিবার নয়,
প্রাণ যাহা চায়—
তাহে আমি নিবারি কেমনে?
গুরু-শিষ্যে প্রাণের বাঁধন,
ছিন্ন করি কি সাধ্য আমার?
হে গুরু—হে হৃদয়-দেবতা!

ও শ্রীপদে বিকাইনু প্রাণ;
ভগবান, প্রত্যাখ্যান ক'রনা কিঙ্করে!
স্বর্গ ছাড়ি—এসেছি হেথায় তব তরে;—
রক্ষা কর—উদ্ধার আমায়!

শুক্রাচার্য্য। বক্ষে আয়—তুইরে আমার!
প্রাণাধিক—করিব যতন।
আয় শিষ্য দেরে আলিঙ্গন!

(উভয়ের আলিঙ্গন)

দৈত্যবর,
দাওহে বিদায় মোরে আজিকার মত,
নব শিষ্য লয়ে যাই—আলয়ে আমার!

বৃষপর্ব্বা। অভিরুচি যাহা আপনার।

শুক্রাচার্য্য। শিষ্য—শিষ্য!

কচ। গুরুদেব! গুরুদেব!

(উভয়ের প্রস্থান)

বৃষপর্ব্বা। সাবধান—সাবধান—শুন দৈত্যগণ!
অভিসন্ধি বুঝেছি ছলীর!
কুলিশীর প্রেরিত দুরাত্মা গুপ্ত চর।
মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা করিতে হরণ—
নিশ্চয় তাহার আগমন।
যাও যাও দৈত্যগণ!
চুপি চুপি রা'খ চ'খে চ'খে,—
পদক্ষেপ করগে গণনা!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শুক্রাচার্য্যের অগ্নি গৃহ)

(দেবযানী শঙ্খ, ঘণ্টা, ধূপ, দীপ কোশাকুশী প্রভৃতি পূজার উপকরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছেন)

গীত।

সিন্ধু——পোস্ত।

আমার মন বলে ও খ্যাপা মেয়ে নিবি যদি মনে রাখ,
কাঁদ্‌লে পরে কি ফল হবে ভাব-বসনে আমায় ঢাক।
মন্‌ বসায়ে মনকে বল, (ও মন) পূজ্‌বো তোমায় অবিরল,
মন-বাসনায় আগে আগুন জ্বাল';
মনেরমতন মনেরমানুষ—অস্‌ছে নেচে ফিরে দ্যাখ।
মন যদি তোর হাতে থাকে, ভয় তবে আর কর কাকে ?
মনকে যেন রেখনা ফাঁকে ;—
মনকে পূজা কল্লে পরে—মনের মানুষ যাবেনাক।

নেপথ্যে। দেবযানি !—

দেবযানী। ওই বাবা এসেছেন।

নেপথ্যে। দেবি—দেবি !

দেবযানী। যাই—বাবা !—

(প্রস্থান ও শুক্রাচার্য্যের সহিত পুনঃ প্রবেশ। পশ্চাতে কচ)

দেবযানী। বাবা, আজ তোমার বিলম্ব কেন এত ?
এই দেখ সকলি প্রস্তুত।

এতক্ষণ কত ভা্‌বছিনু;
সন্ধ্যা হ'ল,—
গোয়ালে গরুরা ফিরে এল,
সাড়া শব্দ ক্রমে কমে এল,
দিনের্‌ আলো—ক্রমে নিবে গেল,
বাবা কেন এখনো এলনা?
আরতি হবে না—শাঁক বাজিবে না—
ঘণ্টারবে সন্ধ্যার ঘোষণা হইবেনা?
বাবা, এইরূপে কত ভাব্‌ছিনু।
এমন সময়ে বাবা,
তোমার আওয়াজ—
ধীরে ধীরে মম কানে এল।
হঁ্যা বাবা, বলনা,—কেন এত দেরী হ'ল?
চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন গা?

শুক্রাচার্য্য। ও বাছা, তোমার এত—কথার উত্তর দিতে—
আমিত অক্ষম একেবারে!

দেবযানী। বলনা—বলনা—কেন এত দেরী হ'ল?
বলনা—আমায় কেন ভাবিতে দিয়েছ?

শুক্রাচার্য্য। খ্যাপা মেয়ে আপনারি কথাতে পাগল!
দেরী কেন হবে?
যেমন প্রত্যহ আসি—
আজওত এসেছি সেরূপ!
তোকে বাছা বোঝাতে আমার সাধ্য নয়!
নিকটে আমার শিষ্য রয়েছে দাঁড়ায়ে—
সুধাও তাহারে কেন এত দেরি হল!—

দেবযানী। তুমি বাবা "শিষ্য" কোথা পেলে?

শুক্রাচার্য্য। ওই যে দাঁড়িয়ে হোথা,—
যা না বাছা জিজ্ঞাসা করনা।

(দেবযানী কচের নিকট গমন ;—
ইত্যবসরে শুক্রাচার্য্য পদপ্রক্ষালন করিয়া
পূজার কুশাসনে উপবেশন
ও আচমনাদি করণ)

দেবযানী। হ্যাগা তুমি কি বাবার শিষ্য ?
তোমার নিবাস কোথা ?
কতদিনে শিষ্য হ'লে ?
আমিত তোমায়—কই কথন দেখিনি ?
বাবার মতন—
তুমিও যে চুপ করে থাক।
কথা—কওনা—কেন গা ?
আমি যেন সত্যই পাগল !
আমায় পাগল ভেবে সত্যই সকলে—
কথাটি কয়না কেউ,—
বাবা, বাবা, স্তোত্র পাঠ কথন হইবে ?—

(আচার্য্যের ধ্যান সমাপনান্তে স্তোত্র পাঠ)

পিতা পুত্রী একতানে বৈদিক স্বরে ।—
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।



(দেবযানীর ক্রীড়াকানন)

শুক্রাচার্য্য।

শুক্রাচার্য্য। কেও শিশু কচরূপী শিষ্য হইয়াছে ?
আমিত কিছুই তার পারি না বুঝিতে।
স্থির, ধীর, সুশীল, সুবোধ, মিষ্টভাষি,—
কার্য্যক্ষম, গুরুভক্ত—কচের সমান—
আমিত ভুবন মাঝে দেখেনি কাহারে।
যেমন আকৃতি তার পরমসুন্দর—
প্রকৃতিও নেহারি তদ্রূপ।
বাস্তবিক—অকপট গুরুভক্ত কচ—
প্রাণে তার স্বার্থ-ভাব নাই,
শিক্ষাই—প্রাণের সার তার।
দু'দিন না আসিতে আসিতে—
এরি মধ্যে দেবযানী তারে—
কত ভালবাসিয়াছে।
বনে বনে ছুটিতে বেড়ায়,
ছুটিতে প্রাণের গান গায়,
কত কথা দুজনেতে কয়,—
আহা মরি—
তারা যেন দুটি ভাই-বোন।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বৃষপর্ব্বা নিতান্ত অজ্ঞান !

বৃহস্পতি-সুত মোর শিষ্য হইয়াছে,
আর তার ভাবনার পরিসীমা নাই!
পাছে আমি মহাবিদ্যা তারে—
ভালবেসে করি সম্প্রদান।
হরি—হরি!
এ কথাও মনে আসে তার?
ওই আসে কচ-দেবযানী,
যেনরে যুগল চন্দ্র উদয় ভূতলে।

(দেবযানী ও কচের প্রবেশ)

দেবযানী। বাবা, আজ—
তোমারে রাজার বাড়ী যাইতে দিব না।

শুক্রাচার্য্য। কেন বৎসে?

দেবযানী। কেন কি আবার?
আজ তুমি যাইতে পাবেনা,
এক কথা ছাড়িয়ে দিবনা!

শুক্রাচার্য্য। কেন তার কারণ কি নাই?

দেবযানী। এই শোন,—
রোজ রোজ আমি একা থাকি,
রোজ রোজ এক মনে ভাবি।
সেকি ভাল?
একে ত পাগল বল।
তুমি কি দিনেক তরে থাকিতে পারনা?
তুমি যাবে রাজার বাড়ীতে—
কচ যাবে গরু চরাইতে।
আমি—তবে থাকিব কি নিয়ে?
না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি,
আজ তুমি থাক,
অগ্নিগৃহে তোমাকে বসিয়ে—

শুনিব শাস্ত্রের গল্প কচের সহিত।

শুক্রাচার্য্য। আচ্ছা ভাল ;—
আজ যদি কচকে না পাঠাই প্রান্তরে,—
তা হ'লে কি ছেড়ে দাও মোরে ?

দেবযানী। আমি অত শত বাবা বুঝিতে পারিনা ;
আমার কথা কি জান ?
সারাদিন একেলা থাকিতে—
আমার কেমন বড় ত্যক্ত বোধ হয় !
এই যে তোমরা কোথা উধাও হইয়ে—
সারাদিন তরে চলে যাবে,
ততক্ষণ আমি বাবা কি করি তা জান ?
গৃহ দ্বারে ব'সে থাকি পথপানে চেয়ে ;
এই আসে এই আসে করি—
বসে বসে নিশ্বাস গণনা শুধু করি।
আর দেখ বাবা,—
যেঅবধি কচ দাদা এসেছে এখানে,
মনে হয় দুটো প্রাণ হয়েছে আমার।
কচ ফিরে এল,—
মনে ভাবি—তুমি কেন এখনো এলেনা ?
তুমি ফিরে এলে,—
মনে ভাবি—কচ কেন এখনো এলোনা ?
দুটো জ্বালা—আমাকে জ্বালায় !

শুক্রাচার্য্য। তাই কেন বলনা মা,—
'আজ আমি কচের সহিত—
ফুল খেলা—খেলিব কাননে ?'
ও বাছা—তোমার কথা—
কখন কি করেছি হেলন ?
যাতে মা সুখিনী হও তাই কর তুমি !

প্রিয় শিষ্য!

আজ তুমি দেবীর আদেশে—

সারাদিন অবসর পেলে।

ও যা বলে—তাতে তুমি দ্বিরুক্তি ক'রনা ;—

মা আমার আনন্দ উচ্ছাস!—

কচ। যথা আজ্ঞা গুরুদেব!

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি, এইবার দেনা দে আদেশ,—

দেখ ক্রমে বেলা বাড়িতেছে।

দেবযানী। হঁা বাবা, এখন যেতে পার!—

(শুক্রাচার্য্যের প্রস্থান)

দেবযানী। দেখিলে,—কেমন ভাই, বাবাকে ভুলিয়ে—

রাখিনু তোমায় ধরে ?

দেখ কচ, বাবা মোরে বড় ভালবাসে।

আমি—যে দিন যা বলেছি বাবারে—

বাবাও অমনি শুনেছেন।

আর কেন চুপ করে বসে থাক ভাই ?

তোমার রচিত সেই গানটি গাইয়ে—

ফুল তুলি—ফুল খেলা করি এস দোঁহে।

কচের গীত।

হাম্বীর মিশ্রিত মল্লার—একতালা।

এক মনে শুন—প্রিয়তম মন,

কিবা দেবভাষা—মাধুরী-মাখান—

ভুবন ভুলায়ে তুলি নানা তান,—

ফুলরাণী-ফুটে বিকাশি শোভা।

সে স্বর লহরী—গগন বিদরি—

আয়ো শূন্যে চলে ধীরি ধীরি ধীরি,

ধূ ধূ ধূ ধাই—মিশিল শিহরি,
প্রতিধ্বনি গায় প্রাণমনলোভা।—

দেবযানী। না, ও কেন ?—

গীত।

মল্লার—জলদ্ একতালা।

ধায়্করা রঙ্গ্—নীরদ-গায়ে,
ধারাময়ী তার শীতল ছায়ে,
'বুক গেল বলি' চাতক গণে,
কাতরে বারি যাচিছে।
ফিরেও দেখেনা শুনেনা কথা,—
নিঠুর ভাবেনা মরম গাঁথা,—
একি অবিচার—একি অত্যাচার,
আঁখিতে বারি ভাসিছে।—

(উভয়ের প্রস্থান)

(দৈত্যগণের প্রবেশ)

১ম দৈত্য। দেখ দেখ পাপাত্মার ছল!
এরি মধ্যে এত প্রেম—দেবযানী সনে ?
এ প্রেমের বিষময়-ফল—
অবিলম্বে করিবে প্রসব!—
দেখ দেখ দুই জনে যায় গলাধরি,—
প্রেম কথা আদান প্রদান।
বাহ্যে হের বালক বালিকা ;—
কিন্তু হায় তাহাদের অন্তরে অন্তরে—
জ্বলিতেছে অতি গুহ্য—গুহ্যতম ভাব!

২য় দৈত্য। দুটোতে যে থাকে সারাদিন.—
কেহ কারে তিলেকের তরে—

একবারো নয়নের আড় নাহি করে—
তাইতে এখনো দুষ্ট প্রাণে বেঁচে আছে!—

৩য় দৈত্য। আমি এক কৌশল ভেবেছি!
প্রতিদিন দ্বিপ্রহর কালে,
কচ যায় গরু চরাইতে;
উপযুক্ত সেই অবসর!—

৪র্থ দৈত্য। উপযুক্ত পরামর্শ তব!
সেই ঠিক্!

(সকলের দ্রুত প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(গুপ্তগৃহ)

বৃষপর্ব্বা।

বৃষপর্ব্বা। কি!
আমি যাঁরে পূজা করি দেবতা বলিয়ে,
যাঁর না মন্ত্রনা লয়ে
কোন কার্য্য নাহি করি আমি,
তাঁর এই কাজ—আরে এই ব্যবহার!
গুরু-পাদ-পদ্ম—বিনা যার নাহি গতি,
গুরুপদে সদা মতি যার,
ছি ছি ছি ছি! তাঁর প্রতারণা?
শুক্রাচার্য্য!—
দৈত্যকুলগুরু—হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা!

এই কি শিষ্যের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ—
এই কি হে মঙ্গল সাধন?
হা ধিক্—ধিক্ তোমা!
দ্বিজকুলে লভিয়ে জনম,
প্রাণে এত কৃতঘ্নতা তব?
যার অন্নে জীবন জীবিত,—
যার গুরু হয়ে—
দৈত্যরাজ 'গুরু' নামে হয়েছ বিখ্যাত,
তারি প্রতি সর্ব্বনাশ আশা?
অতি শঠ—লম্পট প্রকৃতি
পাপচেতা বৃহস্পতি সুত,
সেই তব শিষ্য-শ্রেষ্ঠ হ'ল?
ভুলায়ে দৈত্যেশে
মৃত-সঞ্জীবনী—বিদ্যা তারে দিবে দান?
কাপুরুষ দেবতার কাছে—
আমারে করিবে হতমান?
গুরু হয়ে শিষ্য প্রতি এই ব্যবহার?

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। জয় হ'ক দৈত্যরাজ!

বৃষপর্ব্বা। পূর্ব্বে বটে 'জয়' শব্দ করিলে শ্রবণ
হৃদয়ে আনন্দ হ'ত,
'জয়' শব্দে বৈরিব্যাধি ঘুচিত আমার;
কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বুঝেছি,—
'জয়' রব মুখের তোমার,
বাস্তবিক অন্তরের নয়।

শুক্রাচার্য্য। বাস্তবিক—অন্তরের ধন তুমি মম,
বাস্তবিক প্রাণ চেয়ে ভালবাসি তোরে,

বাস্তবিক তব সুখে সমসুখী আমি,
বাস্তবিক 'জয়' শব্দ প্রাণের আমার।

বৃষপর্ব্বা। যেমন শ্রীপদাশ্রিত স্নেহাধীন জনে—
স্তোকভাষে আশ্বাসিত করি
এতদিন ভুলায়ে রেখেছ,—
যেমন বাহ্যিকে গুরু, স্নেহ জানায়েছ,—
যেমন শিষ্যের প্রাণে—(গুরু হয়ে তুমি)
বিষ-বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছ,—
সেই রূপ 'জয়' শব্দ প্রাণের তোমার?

শুক্রাচার্য্য। হো-হো—দৈত্যরাজ!
এ কথা কি তোমারো প্রাণের?
স্থির হও—চেয়ে দেখ,
কারে কর এ তীব্র ভৎসনা?

বৃষপর্ব্বা। পদপ্রান্তে শেষ প্রণিপাত!
গুরুদেব! ভাল শিক্ষা—দিলেহে আমায়।
এতদিনে বুঝিলাম—
এ সংসার কপটতাময়!—

(প্রস্থানোদ্যম)

শুক্রাচার্য্য। এ কি!
বৃষপর্ব্বা—দৈত্যপতি —
শুক্রাচার্য্য স্নেহের রতন!
কোথা যাও? একি ভাব? বুঝাও আমায়!

বৃষপর্ব্বা। যে দিকে নয়ন যাবে—সেই দিকে যাব,
যে-দেশে মানুষ নাই—সেই দেশে যাব,—
প্রাণ-খুলে ব্রহ্মাণ্ডে জানাব,—
ছলভাবি শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলগুরু—
ছলনায় ভুলায়েছে দৈত্যরাজেশ্বরে!

শুক্রাচার্য্য। শান্ত হও, খুলে বল মনভাব তব ;
অকস্মাৎ এ বিকার কি হেতু তোমার ?
কহ বৎস, কোন্ ছলে ভুলায়েছি তোমা ?
পুত্র-মত স্নেহ করি তোরে,
কোন কার্য্য করিনা গোপন,
তাই এই মর্ম্মভেদী শ্লেষ কথা তোর,—
এখনও সহ্য করি শুন দৈত্যবর।
স্থির হয়ে বস নিজস্থানে,
স্থির-ভাবে কহ তব অন্তর বেদনা।

বৃষপর্ব্বা। দেখাবার হ'ত যদি এ তপ্ত অন্তর,—
তা হ'লে দেখিতে গুরো!
কালানল ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে !
গুরুদেব !
সত্যবটে দৈত্যজাতি নির্দ্দয় পাষাণ,
কিন্তু তবু যেন সুনিশ্চয়,
কৃতঘ্নতা জানেনা তাহারা।
এতই যে আধিপত্য প্রবল প্রতাপ,
সকলেই তোমা হতে মানি আমি তাহা ;—
শতমুখে করিব স্বীকার,—
মহাগুরু শুক্রাচার্য্য হতে—
অমরেরা শিখিয়াছে মরণ ভাবনা।
দৈত্যগণে এতদূর অভ্যুদয় দিয়ে,
এতদূর উন্নত করিয়ে,—
অবশেষে অন্ধতম অনন্ত গহ্বরে—
অনন্ত কালের তরে—
কি ব'লে ফেলিতে যাও গুরো ?
কি ব'লে কি ভাব ভেবে—
দুর্ম্মতি সে কচ দ্বিজাধমে—

জেনে শুনে নিজ গৃহে দিলে স্থান দান ?
কি ব’লে আবার তারে দেবযানী সনে,—
একত্রে থাকিতে দাও প্রভো ?
হায় ঋষি, দেবতার ছল—দেবতা-কৌশল—
এখনো কি বুঝিতে পারনা ?
কত যে শুভানুধ্যায়ী, তারা মম প্রতি,—
কুলপতি, এখনো কি বোঝনি অন্তরে ?
কাপুরুষ বীর্য্যহীন দেবতা সমাজ,—
নেহারিয়ে দানবের অতুল প্রভাব—
বার বার মানি পরাভব,—
মৃত-সঞ্জীবনী মহা-বিদ্যা তব—
কৌশলেতে করিতে হরণ,
পাঠায়েছে মহাছলী বৃহস্পতি-সুতে,—
সে সব কি দুরাত্মার মায়াজালে পড়ি—
একেবারে হ’লে বিস্মরণ ?
দৈত্যকুল আকুল করিয়ে,
কেমনে সে বিদ্যা তারে করিবে প্রদান ?
ভগবান, রাজ্য সুখে আর কাজ নাই,
চলে যাই নিভৃৎ প্রদেশে।

শুক্রাচার্য্য। এই কথা—এই তব মনস্তাপ হেতু ?
এই হেতু শিশুমতি হয়ে,
আত্মগ্লানি কর এত তুমি ?
শুক্রাচার্য্য একটি সামান্য শিশু প্রতি,
শিশু হয়ে,
মহাবিদ্যা করিবে প্রদান ?
বৃষপর্ব্বা। স্থির—হও স্থির হও !—
হয়েছে শরণাগত—বৃহস্পতি-সুত—
গুরু ব’লে ডেকেছে আমায়,

কিরূপে বিমুখ করি তারে?
আহা, সে অতি সুশীল,
সচ্চরিত্র—পবিত্র স্বভাব,
নির্ম্মল অন্তর তার।
পিতা বোলে ভক্তি-জলে ভাসি,
ধেয়ে আসে মম বক্ষস্থলে।
দেবীরে ভগ্নীর মত দেখে নিরন্তর,
দেবীও অজ্ঞান হন—ভ্রাতৃসম্বোধনে।
তবু বৎস, ভেবনা এমন,—
ভুলিয়ে বাৎসল্য বশে তায়—
স্বপনে ও বিদ্যা তারে করিব প্রদান।
ছি ছি বৃষপর্ব্বা, তুমি এত লঘুচেতা?
তারে আমি পুত্র সম ভালবাসি ব'লে,
হয়েছে অন্তরে তব ঈর্ষার উদয়?
যা মনে এসেছে তব, বলেছ আমায়।
কিন্তু বৎস, তাহে আমি করি নাই ক্রোধ,
শিষ্য ব'লে সকলি সয়েছি।

বৃষপর্ব্বা। গুরুদেব, ক্ষমুন আমায়;
মন্ত্রদাতা গুরু তুমি,
সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ,—
সকলি ত তোমাতে নির্ভর?
তোমারে না বলিলে সকল মন কথা—
কারে বল বলিব আচার্য্য?
সত্য সত্য হীনচেতা আমি,
তোমার মহিমা আমি কেমনে বুঝিব?
ভ্রান্তিবশে কটুকথা বলেছি তোমায়,
মহাপাপ করেছি সঞ্চয়,
আমায় উদ্ধার কর নাথ!

কোটীকল্প তপস্যা করিয়ে,
পাইয়াছি তোমা হেন গুরু,
তোমার করুণা বল কেমনে ভুলিব ?
তোমার শ্রীপদ চেয়ে
বারবার দেবতার দুর্ব্বার সমরে,
উত্তীর্ণ হতেছি মোরা,—
সমুদ্রের তুমিই তরণী।

শুক্রাচার্য্য। সিংহাসন তোমা শূন্য হয়ে
সভামাঝে আছে নিপতিত ;
চল বৎস, পূর্ণ পরিবারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



(আশ্রম সমীপস্থ উপত্যকা)

দেবযানী ।

গীত ।

আশোয়ারী মিশ্র—পট্‌তালী ।

কত আশা পুষে রেখেছি,
কত তারে ভালবেসেছি,
কত কথা মনে ভেবেছি,
বলিতে ত পারিনা ।
যে যখন চ'খ-চ'খী হয়,
পোড়া চ'খ কত চেয়ে রয়,
সে যখন কাছে এসে বসে,
বলিতে ত পারিনা ।
সে যখন আমার হইয়ে,
'দেবী' বলে কাছে আসে ধেয়ে,
তখন রে পরাণ খুলিয়ে,
বলিতে ত পারিনা ;
সে যখন ফুল মালা নিয়ে,
দেয় মম গলায় পরিয়ে,

তখন রে‍ঁ পরাণ খুলিয়ে,
বলিতে ত পারিনা ;—
আমি ভাবি সে আমার প্রাণ,
সে ভাবুক—আমি তার প্রাণ,
আমার এ প্রাণের হাসিতে,
সে যেনরে কাঁদেনা।

আমি যদি 'সেথা' চলে যাই,
তারে যেন সাথে নিতে পাই,
যুগল ভাঙ্গিয়ে যেন কেউ,
পৃথিবীতে থাকেনা।

রাখালবেশে কচের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

কচ। 'দেবী দেবী ,বলে চারিদিকে চাই,
দেবীরে ত আমি দেখিতে না পাই,
এই দেবী ছিল, দেবী কোথা গেল ?
দেবী আমার—দেবী আমার—বেদী আমার—আয়।
ভানু লোহিত তনু ধরিল,
পদ্মিনী ধনী আঁখি খুলিল,
দেবীর আশ্রিত কাননে চলিল,
দেবীর সনেতে দেখা না হইল ;—
দেবী কোথায়—দেবী কোথায়—দেবী কোথায়—হায়।
দেবযানী।—ভূদেব হে দেব ! দেখনা চাহিয়ে,
বসে আছে দেবী আশাপথ চেয়ে,
যাই যাই ভাই দাঁড়াও দাড়াও,
তুমিই আমার—তুমিই আমার—তুমিই আমার—প্রাণ ;

কচ। যাই ভগিনি, বিপিন মাঝে,
সাজাইয়া দাও রাখাল সাজে,
না পাইলে পরে সাজনী তোমার,
মনমত কভু হয় না আমার ;—
তুমিই আমার—তুমিই আমার—তুমিই আমার—ধ্যান।

ললিত কীর্ত্তন—একতালা।

দেবযানী। শশী লজ্জিত দেবী-বাঞ্ছিত তব আননচাঁদ হেরি,
আহা নীলনয়নে নলকে সঘনে দামিনী ঘন ঘেরি।
কিবা আস্যসরোজে হাস্য বিরাজে পীযুস পরকাশি,
আঁখি তিরষিত নহে তিরপিত যত চাই তত আশী।
আঁখির কোনে কেন হে যতনে পেতেছ মোহন ফাঁদ,
ক্ষুদ্র হরিণী তায় পাগলিনী কেন তুমি তারে বাঁধ ?
আজি যেওনা বনে যেওনা তব হাত দুটি ধরি ভাই হে,
জানিনা কেন কাঁদে মন প্রাণ বারণ করি তাই হে।—

টোড়ী (আলাপ)

কচ। হাসি হাসি মুখে বল 'যাও'—ভগিনি দেবযানি!
কাননে বিদায় দাও, ধর ধর মম বাণী।
ওই দেখ হাম্বা রবে ধেনু গুলি চ'লে যায়,
রহিতে না পারি আর, পিছে পিছে প্রাণ ধায়।
চ'লে যাই ভেবনা ভেবনা,—
পশ্চিমে ডুবিলে রবি—গোধূলি উড়ায়ে,
'দেবী' বলে আবার দাঁড়াব,—
যাই—ভেবনা পাগলিনি!

(কচের প্রস্থান)

সিন্ধুমুখীটোড়ী—আড়াঠেকা।*

দেবযানী। আশার আশায় থাকি বুক বাঁধি প্রাণ ঢাকি,
আশাপথ নিরখিয়ে বসিলাম গিরি শিরে!
ছায়া রেখে চলে গেল,
ছায়া স্মৃতি রেখে গেল,
ছায়ার ছায়ায় থাকি দেখি যদি আসে ফিরে।
আর কিছু নাহি চাই,
মুখ খানি যেন পাই,
হাসি মুখ দেখে দেখে ভাসিব সুখের নীরে।
তারে ভুলিবার নয়,
সে আমার প্রাণময়,
সাধ করে মিশায়েছি—তার প্রাণে পরাণীরে।

---

* এই গানটি ২য় বৎসর ১ম সংখ্যার 'গান ও গল্পে' প্রকাশিত হইয়াছিল

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(প্রান্তর)

গাভীগণ ও কচ।

গীত।

সারঙ্গ—ত্রিতাল।

ওহো ভীম অনলকণা ছুটিছে পবনে,
রবি উল্কামুখ দেখ দেখ ধরা পানে চায়,
শ্যামলা ধরণী নীরস তায়।
শাখী শাখে পাখিগণে হয়ে আকুল,
নীরবে সহিছে তাপ কেমন বিভুল,
'জল জল' বলি চলে চাতককুল,—
জীব জন্তু তরুছায়ায় ধায়।
কাতর গাভীগণ, কাতর প্রাণ মম,
কাতারে ভাসিছে মৃত মীন সরোবরে,
সিংহ ভানু তাপে যাপে গুহায়,
প্রকৃতি খল খল হাসিয়ে বেড়ায়।—

ভানু তাপে হইনু তৃষিত
যাই ওই সরসীর তীরে,
অঞ্জলী পূরিয়া জল পান করি আমি।—

(প্রস্থান ও অপরদিক্ দিয়া দৈত্যগণের প্রবেশ)

১ম দৈত্য। সাবধান—খুব সাবধান!
জলপান করিবারে—

গেছে দুষ্ট সরোবর তীরে।
এবে শুন বচন আমার॥
অধিকার কর গাভীপাল।
আসিলে দুরাত্মা,
কখনই ছাড়িবেনা গোধন তাহার।
গাভী লয়ে ঘটাব বিবাদ;
মুদ্গরের ঘায়ে
যমালয়ে পাঠাব তাহারে।
ওই আসে নীচাশয়,
সাবধান—খুব সাবধান!

(কচের প্রবেশ)

কচ। কে তোমরা অধিকার কর গাভীগণে?

(দৈত্যগণের গীত)

জংলা সারঙ্গ—কার্ ফা।

হো হো হো হো এগিয়ে আয় আয়!
মার্ মার্ মার্ কাট্ কাট্ কাট্ ঝুঁটি টেনে ধর্!
টান্ দে মাথা ক'ষে!
ধড়্টা নিয়ে শ্যাল কুকুরে খেতে দেব শেষে!
ফট্ ফট্ ফট্—
কাট্লো মাথা মুগুর মেরে, সর্ সর্ সর্,—
এগিয়ে আয় পালিয়ে আয়—
পেট্টা চিরে রক্ত খা চুচুক চুঁচুক চুষে।

(কচকে বিনাশ করণ ও শৃগাল কুক্কুরদের মুখে নিক্ষেপ)

(দৈত্যগণের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



(উপত্যকা)

দেবযানী।

দেবযানী। সারাদিন শুধু বসে বসে কেটে গেল,
কচের চিন্তায় আজ দিন কেটে গেল !
মনে পড়ে সেই প্রাতঃকালে,
কাঁদিয়ে আপন মনে,
সযতনে সাজাইয়ে তারে,
প্রেরিলাম প্রান্তর মাঝারে।
আর এই হ'ল প্রায় দিন অবসান,
এর মাঝে একবারো উঠি নাই আমি।
ঘোর চিন্তাসমাধিসময়ে,
মনে হয় একবার বাবা যেন এসে—
কহিলেন ফল মূল নিয়ে,
'চিন্তাশীলা—দেবি মা আমার !
উঠ উঠ—মহাপ্রাণী পরিতৃপ্ত কর—
যেতে হবে রাজার বাড়ীতে।'
তখন যে কি বলেছি তাঁরে,
কিছু মাত্র মনে নাই মম।
বোধ হয় হাত পেতে লয়েছিনু ফল,
বাবাও সুস্থির হয়ে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু আমি এখন কিছুই খাইব না।
আগে কচ ফিরিয়া আসুক,
আগে নয়নের সনে
মহাপ্রাণী পরিতৃপ্ত হোক,—
তার পর এই ফল মূল—
চুপি চুপি না বলিয়ে খাওয়াইয়ে তারে,
বিন্দু মাত্র প্রসাদ লভিব ;
তা হলেই হবে মোর ক্ষুধা নিবারণ।
ভাল, আমার এ জ্বালা কেন হ'ল ?
কচকে দুদণ্ড যদি দেখিতে না পাই,—
কেন তবে কেঁদে মরি আমি ?
এই যে এখনো কচ ফিরিয়া আসেনি,
হু হু ক'রে যেন মোর প্রাণ পুড়িতেছে !
যেন আমি প্রাণশূন্য হয়ে
বসে আছি উপত্যকা'পরে।
কচ, ভাইরে আমার !
এস ভাই ফিরে এস,
দেবীর হৃদয়ে প্রাণ দাও,
দেবীর নয়নে আলো দাও,
দেবী যে তোমার আশে পথ চেয়ে চেয়ে,
সারাদিন বসে আছে ভাই !
কেন এত দেরী হয় আজ ?
ক্রমেই যে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যায়,
ক্রমেই যে সন্ধ্যা হয় হয় ;
বাবা যে এখনি ফিরিবেন,
এখনি সাজাতে হবে পূজার আরতি।
ফল মূল কে আনিয়ে দেবে ?
কচ আমার—কোথা তুমি ভাই,

গান গেয়ে গোধূলি উড়ায়ে,
এস ভাই, আমি বড় অস্থির হয়েছি।
একি গো! কি হ'ল,—কেন প্রাণ কেঁদে উঠে?

(উপত্যকা হইতে অবতরণ)

আমার প্রাণের প্রাণ সরল সুহৃৎ!
মুখ খানি দেখা দাও,—
দেবযানী উন্মাদিনী হ'ল!
ওই যে ওদিক পানে উড়ে ধূলা রাশি,
ওই বুঝি—ওই বুঝি—আসিতেছে কচ!
যাই গিয়ে দেখে আসি তারে—

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

(প্রান্তরের অপরাংশ)

রাখাল শূন্য গো-পাল।

(বেগে দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। কচ—কচ—কেন ভাই এত দেরী হ'ল?
একি হ'ল—কচ কোথা গেল?
এটি ভাই অন্যায় তোমার!
তোমার অদরশনে কেঁদে মরি আমি,
এই দেখ এত পথ ছুটিয়া এসেছি,

পাগল হয়েছি,
এখন লুকিয়ে থাকা উচিত কি ভাই ?
দেখা দাওনা আমায় !
আমার যে বিলম্ব না সয়।
দেখ ভাই, রাত্রি বাড়িতেছে,
আরতির সময় হতেছে,
বাবা বুঝি এতক্ষণ এসেছেন গৃহে ;
আমাকে কাঁদান'
এখন কি তোমার উচিত ?
কচ কি হেথায় নাই ?
কোথা গেল তবে ?—

(উচ্চৈঃস্বরে)

কচ—কচ ! উত্তর দাওনা ভাই !
প্রতিধ্বনি শুনি শুধু,
কচের কোথায় দেখা পাব ?
ওরে গাভীপাল !
বল্ বল্—কোথা গেল তোদের রাখাল ?
তারে আমি বড় ভালবাসি,
সে আমার জীবনের সখা,
বল্ বল্—সে আছে কোথায় ?
ওরে,—তোরা কাঁদিস্ কেন রে ?
চুপ করে অবাক্ হইয়ে,
কেন তোরা দাঁড়িয়ে আছিস্ ?
ওরে বৎসগণ !
কেন তোরা মাতৃস্তন ছেড়ে,—
ছল ছল চোখে—
চেয়ে রস মোরে মুখ পানে ?

স্তম্ভিত নিশ্চল হ'য়ে হায় গাভীগণ,
বৎস সনে অগ্রসর হয় না কি হেতু ?
শোকের আঁধারে—
কেন মগ্ন বন চারি পাশ ?
হা হুতাশে কেন প্রাণ কাঁদে ?—
তবে কি সত্যই আমি হারাইনু কচ ?
কচরে আমার—কি হ'ল কি হ'ল!
ও ভাই, আমারে ছেড়ে কোথা আছ তুমি ?
কচ—কচ—

(প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া দৈত্যগণের প্রবেশ)

১ম দৈত্য। বলিস্ তো ওটারেও যম মুখে দিই!
২য় দৈত্য। তা হ'লে সমূলে বটে উপাড়িয়ে নিই!
৩য় দৈত্য। পাপাত্মার সনে ও'ও হয়েছে পাপিনী ;
কিন্তু ওরে প্রাণে মারা নহে হে উচিত।
যাই হ'ক গুরুর মেয়ে ত বটে!
আর বাস্তব ধরিতে গেলে—
প্রাণে মারা বড় বাকী নেই।
কচকে যেরূপ ভালবাসে
তা'ত মোরা স্বচক্ষে দেখেছি।
অতএব এস মোরা এক কাজ করি ;
গরু গুলো অন্তরালে লয়ে যাই চল,
অন্ততঃ গুরুর বাড়ী কাছে,
চল মোরা ছাড়িয়া দিইগে।
তার পর দেবযানী এখনি ফিরিবে ;
যখনি হেরিবে—
গরু গুলো কচ সনে গেছে যমালয়ে,
বড় মজা হবে—

ভাল মন্দ যা হয় ঘটিবে ;—
শিরোপা পাইব সবে রাজার নিকটে।

দৈত্যগণ উচ্চহাস্য করিয়া গো-পাল লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(আশ্রম সম্মুখস্থ পথ)

শুক্রাচার্য্য।

শুক্রাচার্য্য। (উচ্চৈঃস্বরে)
দেবযানি—দেবযানি !
কোথা গেল দেবযানী—কোথা গেল কচ ?
সন্ধ্যা সতী আঁধারের সনে
হায় হায় নামিল ভুবনে,
কোথা গেল বালক বালিকা ?
আয় মা—আয় মা দেবযানি !
আয় বাবা আয়রে আমার কচ !
রাত্রি হ'ল—এখনো কি খেলা না ফুরাল ?
আয় মা, ঘরেতে আয়,
সন্ধ্যা যে পড়েনি তোর সাধের সংসারে ;
আরতি করিতে হবে গৃহদেবতারে।
উপাসনা, গো-দোহন রহিয়াছে বাকী,
ফাঁকি দিয়ে কোথায় আছ মা ?
খ্যাপা মেয়ে, আয় ফিরে আয়,
তুই যে সংসারী,

সংসার ফেলিয়ে বাছা খেলা কি সাজে মা ?
পুত্রাধিক এস বৎস, গুরুভক্ত কচ !
পাঠের সময় বহে যায়,
তবে কেন বৃথা কাজে হেলা ?
তুমি ত দেবীর মত শিশুমতি নও,
তুমি বৎস, বড় বুদ্ধিমান,
আজ তার অন্যথা নেহারি কেন কচ ?
আয় দুটি স্নেহের পুতলি,
আয় দুটি নয়ন মোহন !
আঁধার আশ্রম খানি করবে উজ্জ্বল,
ছুটে এসে কোলে আয় বাছা !—
আজ কেন তাহাদের বিলম্ব হতেছে ?
অন্য দিন কখন ত,
বিলম্ব হয় না এত ?
অন্য দিন কখন ত এত প্রাণ কাঁদেনা,
আজি রে কচের তরে কেন প্রাণে ভাবনা ?—
কি করি, কোথায় গিয়ে করিগে সন্ধান ?
নৈশ ঘোর অন্ধকারে,
দশ দিশি হয়েছে মগন,
কি রূপে সন্ধান করি আর !
হা—একি ঘোর দৈব বিড়ম্বনা !

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো, কে কোথায় আছ !
দেখেছ কি কচ গুণধরে ?
দিব্য কান্তি জটাধারী নবীনতাপস
সুন্দর রাখালবেশী ?
দেখেছ কি এই পথে যাইতে তাহারে ?
বল বল রক্ষা কর—বালিকার প্রাণ !
যামিনী মা, ব'লে দেমা কোথা আছে কচ।

শুক্রাচার্য্য। একি একি এ নিশায়
কে কোথায় করে হাহাকার ?
ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর—
ঠিক্ যেন দেবীর মতন!

নেপথ্যে। কি হ'ল গো—
প্রাণ থেকে কচ চ'লে গেল!

শুক্রাচার্য্য। একি একি জাগ্রতে স্বপন!
সত্যই যে দেবীর চীৎকার!—
দেবি—দেবি—কোথা আছ,—
কি হয়েছে মা তোমার!

(প্রস্থানোদ্যম ও বেগে দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। বাবা, বাবা, কচ নাই—কচ চলে গেছে!

(চরণে পতন)

শুক্রাচার্য্য। ওমা—ওমা—দেবযানি!
কেন মা এমন হ'লি ?
কেন মা এমন ভাব তোর ?
বল্‌গো কোথায় গেল কচ!
বল্ তোর খেলাবার সাথী—
কচ গুণনিধি,—
কেমনে গো ছেড়ে গেল তোরে ?
বল্‌মা, এ দুর্ঘটনা কেমনে ঘটিল ?

দেবযানী। এখনো কি ফিরিয়া আসেনি ?
বাবা গো, এখনো কচ ফিরিয়া আসেনি ?
কি হবে—কি হবে তবে ?—

শুক্রাচার্য্য। ভয় নাই, স্থির হও—উঠ দেবযানি!
এখনি ফিরিবে কচ,
তার তরে হয়োনা ব্যাকুলা,

শান্ত হয়ে বল দেখি খুলে সব কথা?

দেবযানী। সারাদিন ব'সে আছি কচের আশায়,
সারাদিন আসাপথ চাহি,
এতক্ষণ ব'সে ছিনু উপত্যকা শিরে;—
শুষ্ক পত্র সমীরণে করে মর মর,
ওই কচ—ওই এল—ওই ফিরে এল!
হায় হায় কোথায় বা কচ—
কোথায় বা গাভীপাল!—
চারিদিক্ দেখিনু আঁধার,
হৃৎকম্প হইল আমার!
পাগল হইয়ে—
বাহিরিনু কচ অন্বেষণে!
চৌদিক দেখিনু শূন্য—
শূন্যাচ্ছন্ন বন চারিপাশ,
ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল প্রাণ মাঝে!
কচ নাই—গাভীকুল নাই;—
শুধাইনু তরুলতা গণে,—
'বল বল কে দেখেছ কচ গুণধরে!'
হায় হায় কে দিবে উত্তর!
এই রূপে বহু দূর যাই,
এমন সময়ে দেখিনু অদূরে পিতঃ—
শুভ্রময় গরু গুলি অন্ধকার ভেদি,
অসহায় ধীরে ধীর আসে।
মহাশ্বাসে আশ্বাসিত হয়ে,
দ্রুতবেগে যাইনু তথায়।
হায় হায়,
দেখিনু গোপাল শূন্য গো-পাল তোমার!
বল তবে কচ কোথা গেল?

দেখ দেখ অন্ধকার হ'ল,
রজনী আইল!
আহা, সে যে সারাদিন আছে উপবাসী।
নিশ্চয় প্রতীত হয়,
আহত বা কালগ্রস্থ হইয়াছে কচ!
এনে দাও—এনে দাও তারে!
সে বিহনে এক তিল রবেনা জীবন।

শুক্রাচার্য্য। জ্বলন্ত প্রমাণ তব ভাই ভালবাসা,
ধন্য তব প্রেম অনুরাগ!
প্রাণপুত্রি, যে ব্রতে দীক্ষিত তুমি,
অবিলম্বে উদ্‌যাপন হবে।
আহা পাগলিনি,
শোক পেয়ে ভুলেছ আমায়?
স্থির হও—
মুখ তুলে চাও দেখি বাছা,—
শোকে পড়ি মন্ত্র মম ভুলিলে কল্যাণি?
মন্ত্রকল্পতরুছায়ে বসতি তোমার,
মন্ত্রবান শুক্রের তনয়া তুমি,
কচের মরণ তরে কেন এত ভীত?
এই দেখ কচ তব নয়ন সম্মুখে।
ভো ভো—প্রিয় শিষ্য!
মায়িক ভঙ্গুর দেহ যদি ভগ্ন তব,
পঞ্চভূতে যদি লীন হয়ে থাক তুমি,
তবে পুনঃ বিশ্লেষণ একীভূত হয়ে,
পূর্ব্ব তনু করিয়ে ধারণ—
মূর্ত্তিমান হও ত্বরা দেবীর সম্মুখে!
আয়, কচ—বৃহস্পতি-সুত!

নেপথ্যে। গুরুদেব! গুরুদেব!

(কচের প্রবেশ ও প্রণাম)

কচ। গুরুদেব! গুরুদেব!

শুক্রাচার্য্য। শিষ্য—শিষ্য!

কচ। দেবি—দেবি!

দেবযানী। ভাই—ভাই!

এতক্ষণ কোথা ছিলে তুমি?

কেন ভাই, কাঁদালে আমায়?

কচ। হে ভাবিনি! কি কব তোমায়,

পুনঃ প্রাণ পেনু আমি গুরুর আহ্বানে।

ইন্ধন সমিৎ কুশ ভারে

অতিশয় পরিশ্রান্ত হয়ে,

বট বৃক্ষ তরু মূলে আছি সমাসীন,

অকস্মাৎ কাল মূর্ত্তি দৈত্যগণ এসে

কহিল কঠোর ভাষে 'কে তুই বর্ব্বর'!

সবিনয়ে দিনু পরিচয়,—

'আমি বৃহস্পতি-সুত শুক্রের সেবক'।

রহিল মুখাগ্রে কথা,

পলকে না পড়িতে পলক,

ক্ষীণ দেহ খণ্ড খণ্ড করি,

শৃগাল কুক্কুর মুখে করিল নিক্ষেপ।

অনন্তর শ্রীগুরুর অমোঘ আহ্বানে,

পাইয়ে নূতন প্রাণ শ্রীচরন আশে,

সমাগত হইল এ দাস।

এ ঋণ কি জনমেও শুধিতে পারিব?

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি, কচ সনে যাও মা কুটীরে,

অন্ধকারে আবৃত কানন,

সাবধানে কর মা গমন।—

(কচ ও দেবযানীর প্রস্থান)

আরে স্বার্থপর মন !
স্বার্থ তরে এত মত্ত তুমি ?
চোখে চোখে দেখা হলে সুধা চোখে দেখ,
কিন্তু হায় অন্তরে তোমার
বিষ ঢালা কূট দৃষ্টি এত ধর তুমি ?—
প্রাণ নাশে এতই কামনা ?

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(কানন)

দৈত্যগণ।

১ম দৈত্য। আরে আরে বলিস্ কি ! পাষণ্ড পাতকী
আবার পাইল প্রাণ শুক্রের আহ্বানে ?
পলকে না পড়িতে পলক
বুক থেকে প্রাণ ছিঁড়ে নিনু,
চুপি চুপি কাজ শেষ হ'ল,
এ কথা কিরূপে তবে প্রচার হইল,—
কি রূপে শুক্রের কানে এ কথা উঠিল ?
আমি অতি বিশ্বাসী তাঁহার—
কত কত গুপ্ত কার্য্য হয় নিমেষেতে
আমা হ'তে হয়েছে সাধন—
কোন কার্য্যে হয়নি নিস্ফল,
এই হেতু প্রাণ চেয়ে প্রিয় আমি তাঁর।
সুরাসুরে সংগ্রাম বাঁধিলে

গুপ্ত-বার্ত্তাবাহী হই আমিই তখন,
প্রতি কার্য্যে হই সহকারী,
তবে হায়—
আমা হ'তে এ কার্য্যটা হ'লনা সমাধা ?
না না—মিথ্যা কথা তোর !
এখনো শোনেনি শুক্র নিধন তাহার—
এখনো সে দেবযানী আছে আহ্লাদিনী—
এখনো তাহার সেই চূর্ণ চূর্ণ দেহ—
শৃগাল কুক্কুর গর্ভে জীর্ণ হইতেছে।

২য় দৈত্য। স্থির হও হয়োনা উন্মাদ ;
স্বচক্ষে যা করেছি দর্শন,
শুন তার স্থূল বিবরণ।—
সেই রৌদ্র প্রচণ্ড সময়ে
যখন তোমরা তারে বিনাশ করিয়ে
শৃগাল কুক্কুর মুখে করিয়ে নিক্ষেপ,—
নিমেষেতে অদৃশ্য হইলে ;
তখন আমিই একা শূন্যে শূন্যে থাকি
রহিলাম দেবীর পশ্চাতে।
দেখিলাম উন্মাদিনী দেবযানী বালা
বন পথে এক দৃষ্টি রাখি—
কচ অন্বেষণ করে প্রতি তরুমূলে।
কভু বা স্তম্ভিত প্রায়—কভু আলু থালু,
কভু উচ্চ আর্ত্তনাদ কভু স্নেহ ভাষ,—
কত রূপে কত ভাবে করিল আহ্বান।
কিন্তু হায় কোথা পাবে তারে ?
সত্য ভাই, হেরি তার নয়নে নির্ঝর,
কঠোর দৈত্যের (ও) প্রাণ হ'ল দ্রবীভূত।
সম্মুখে পাইল গাভী গণে,

সুধাইল সুধীর বচনে,
তারাও আকুল হয়ে করিল রোদন।
তখন আকুলা বালা কচের নিধন
নিশ্চয় প্রত্যয় করি—হাহাকারে পূরাল' দিগ্‌দেশ ;
সেই উচ্চ কণ্ঠধ্বনি
পশিল শুক্রের কানে।
ঘটনার আশ্চর্য্য খেলায়—
পিতা পুত্রী একত্র হইল সেই স্থলে।
শুক্রাচার্য্য দৈত্যরাজ-গুরু—
শুনিল সকল কথা দেবযানী মুখে ;
তখনি আশ্বস্ত করি প্রাণ কন্যা ধনে,
আচার্য্যের অমোঘ আহ্বানে—
শৃগাল কুক্কুর গর্ভ ভেদি অচিরায়—
উপনীত হ'ল কচ গুরুর সমীপে।
এখন দেখগে' ভাই,—
বনে বনে দুই জনে প্রেম খেলা খেলে।

১ম দৈত্য। তুমি যাও দেখ গিয়ে প্রেম খেলা তার,
আমি তার নহি চাটুকার।—

৩য় দৈত্য। শুন, কেন বৃথা দোঁহে বিবাদ বাধাও ?
এখন যাহাতে দুষ্ট শীঘ্র নষ্ট হয়
প্রাণপণে তাই চেষ্টা কর,
এরূপ কলহে ভাই, কিবা প্রয়োজন ?

(ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ১ম দৈত্যের প্রস্থান)

২য় দৈত্য। বৃথা এ অনল—
প্রভঞ্জন যদি না জুয়ায়।—

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(আশ্রম)

শুক্রাচার্য্য, দেবযানী ও কচ

সকলে সমস্বরে বন্দনাগীতি।

গীত।

আশা—পট্‌তালী।

নম জগতপতে! নম পরমাত্মনে!
নম জ্ঞানময়! নম কর্ম্মণে!
নম হে বিধাত! তব চরণে।
পূর্ব্ব গগনে ভানু বিকাশি,
ঘোষিল মহিমা তোমারি,—
মন্দ মৃদু মৃদু মধুর মধুময়—
বায়ু ধাইল ভুবনে।
ধীরে ধীরে ধীরা ধরণী মহারাণী
তুলিল চারু দেহ খানি,—
ধীরে ধীরে যত জীব জন্তু প্রাণী,
জাগিল ফুল্ল পরাণে।

প্রভাতী প্রকৃতি উজ্জ্বল প্রাচীলোকে
উজ্জ্বল বরণে ভাতি',—
আঁধার ধরাধামে উজ্জ্বলি দশদিশি
নামিল ফুল্ল বয়ানে।
ভক্তি পুষ্প গাঁথি, নাথ হে—নামে মাতি
এসেছি তব মন্দিরে,—
জয় করুণাময়! চিন্ময়—অব্যয়!
অঞ্জলি দিনু তব চরণে।

শুক্রাচার্য্য। জয় শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ—
বিশ্ব বীজ ব্রহ্মাণ্ড-কারণ!
হে অনাদে—ত্রিগুণপ্রকৃতি নাথ!
মায়ালীলা কে বুঝে তোমার?
ঋক্, যজু, সামবেদে যাজমানগণ,
তোমার মহিমা গানে না পান তোমায়।
যাগ যজ্ঞ তোমারি আশায়
অবিরত স্তবে মগ্ন, স্তবের অতীত!
নিত্যানিত্য, সূক্ষ্ম, স্থূল, হে সত্য স্বরূপ!
বিশ্বময়, বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র আবার—
জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত সদানন্দবপু!
বিশ্বব্যাপী সদানন্দময়!
জ্ঞান দাও জ্ঞানের আকর!
ছিঁড়ে দাও সংসারের সূতা,
সংসার-মমতা মম কর দেব নাশ!
আমায় উদ্ধার কর—মুক্তি দাও আলো দাও,
পার্থিব প্রপঞ্চ হতে—তুলে নাও তুলে নাও!

দেবযানী। এখনো বালিকা প্রাণ নহে আলোকিত,
ঈশ-জ্ঞান পাই নাই অন্ধ প্রাণ মাঝে।

জন্ম দাতা পৃথ্বীপ্রদর্শক !
তোমা হতে দেখিনু পৃথিবী,
পৃথিবীর তুমিই ঈশ্বর !
তব পদে ভক্তি শিখি,
বাক্যে শিখি মহিমা তাঁহার !
তোমা হতে বিশ্ব চিনি,
স্বর্গ চিনি কার্য্যেতে তোমার !
হে পিতঃ, শিখাও গুণ,
ত্রিগুণে চিনিব গুণে তব !
প্রেমময় জনক আমার—
বিশ্ব প্রেমে উন্মাদিনী কর,
সেই সত্য প্রেমময়ে চিনাও আমায় !

কচ। ঈশ্বর জানিনা আমি দেবতা জানি না,
জানি শুধু শ্রীগুরু তোমায়।
ঈশ্বরের কার্য্য চাই তব বাক্য হতে,
শ্রীচরণে প্রণতি শিখাও ;
বাক্য যোগে যোগ ধর্ম্ম শিখাও আমায়।
ঢেলে দাও অন্ধ প্রাণে আলোকের ধারা,
জ্ঞানালোক দেখিব নয়নে।
ভগবন,
কার্য্য স্রোতে ভাসাও কিঙ্করে।

শুক্রাচার্য্য। ওই দেখ পূর্ব্বদিকে তরুণ তপন,
ওই দেখ শশীমুখ পশ্চিমে মগন।
মন্দ মন্দ উষানিল দশদিকে প্রবাহিত,
দেখ রে প্রভাত হ'ল দশদিক আলোকিত।
দিন এল—কার্য্য কর—জড়ভাব পরিহর,
এস কচ—এস দেবি, কার্য্যে হও অগ্রসর।

প্রস্থান।

দেবযানী। প্রত্যহ প্রত্যূষে ভাই পাঠাই তোমারে
কুসুম চয়ন হেতু,
কভু ত আমার প্রাণ কাঁপেনা এমন ?
কেন ভাই দক্ষিণ নয়ন
আজি প্রাতঃকাল হতে হতেছে নর্ত্তন ?
কি হবে—কি হবে কচ ?
আমি ত' তোমার সনে যেতে পারিবনা ?
অগ্নি গৃহে গিয়াছেন পিতা,
অপেক্ষায় আছেন বসিয়ে,
এখনি যাইতে হবে মোরে।
মনে হয় গুপ্ত চর আছে লুকাইত,
আজিও সেদিন মত বধিবে তোমায়।
প্রাণ ধরে ছেড়েত দিবনা !—
তুমি থাক,—
তুমি যাও বাবার নিকটে,
পুষ্প সাজী দাও ভাই মোরে,
তুমি থাক, আমি যাই কুসুম চয়নে।

কচ। এ কথা কি তব মুখে সাজে কভু দেবি ?
দিওনা অন্তরে স্থান কুচিন্তার রাশি,
হাসি মুখে পাঠাও কাননে,
হাসি হাসি ফুল রাশি লয়ে
অগ্নি গৃহে এখনি ফিরিব।
দেখ ভগ্নি, অরুণ উদিল,
এখনো বিলম্ব করা কভু কি উচিত ?
প্রাতঃস্নানে যাও দেবযানি,
দেহ মন পরিশুদ্ধ কর,
অগ্নি গৃহ করগে মার্জ্জন।

(প্রস্থান)

দেবযানী। যে মুখ দেখিয়া দেবী সুখে উন্মাদিনী,
আত্মহারা হয়েছে আপনি,
ভগবান, তার প্রতি মুখ তুলে চাও,—
ওই মুখ আবার দেখাও।—

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উপবন)

(কচের প্রবেশ)

গীত।

প্রভাতী—আড়াঠেকা।

মিলন মানস আঁখি, কুসুম সুষমা দেখি,
মিলন প্রাণের দুখ সুহাসির সুখ সনে।
রূপে ফুল ঢল ঢল,
ফুলে ফুলে অচঞ্চল,
আজ কত সুখে গায় আনন্দ আপন মনে।
এখনি বিমল হাসি,
মলিন মাটিতে মিশি,
একবার মাটী হবে জানে না জানে না ;—
কুসুম, কেবল হাস,
কেবল সুখেতে ভাস,
হাসিতে এসেছি হাসি এই কথা রেখ' মনে।

এ কথা প্রাণের বটে ;
কিন্তু প্রাণ, সুধাই তোমায়,
জেনে শুনে ভুলে যাও কেন ?
যদি জান' চিরদিন নয়,
এক দিনে অত মজ' কেন ?
ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান,
এই তিনে চলিতেছে ব্রহ্মাণ্ড মহান্,
এ তিন না হ'লে,
নাহি চলে প্রকৃতি কখন'।
তবু প্রাণ বুঝেও বোঝনা ?
ভূত ছায়া ছিল মম দেবযানী সনে,
এক কালে ভূত ছিল বর্ত্তমান রূপে,
তখন কি ভেবেছিলে প্রাণ
ভাবান্তর হয়ে যাবে ভবিষ্যত রূপে ?
কিন্তু কি বিশ্বের ভ্রান্ত খেলা !
প্রতি ক্ষণে মনে পড়ে প্রতি ক্ষণে ভুলে যাই,
অতীত চলিয়া গেলে স্মৃতি নিয়ে সুখ পাই !
দেবযানি প্রফুল্ল নলিনি,
তপোবনে সরলা হরিণি,
কাননের কুসুম প্রকৃতি রাণি,
হাস্যময়ী দেবযানী আনন্দ প্রতিমা !
কি ভাব অন্তরে ভাব তুমি ?
তুমি অতি সরলা সুশীলা,
পৃথিবীর ভালবাসা ছলা,
এখনো বুঝনি প্রাণে,
প্রাণ দিয়ে তাই ভালবাস !
সম্বোধনে ভাই বোন্ আমরা দুজনে,
কিন্তু ভগি, প্রাণ খুলে জিজ্ঞাসি তোমায়,

বুঝেছ কি ভায়ের প্রভেদ ?
এ প্রেমের অর্থ কি বুঝেছ ?
এত ভগ্নি, নয় তব ভাই-ভালবাসা,
তা হ'লে এরূপ স্রোত বহিত না হৃদে,
তা হ'লে এরূপ ভাব হ'তনা কখন।
কি ভ্রম দিয়েছ স্থান কোমল অন্তরে,—
এ প্রণয়ে অর্থ নাই বালিকা-প্রণয়!
না দেখে থাকিতে নাহি পার,
তাই ভালবাস ;—
কিন্তু যত দিন কাল হতেছে অতীত,
তব প্রেমে নানা অর্থ হতেছে মিশ্রিত,
একাগ্রতা হইতেছে ক্রমেই বর্দ্ধিত।
তুমি দেবী—পৃথিবীর নও,—
পৃথিবীর ছায়া
পড়ে নাই শরীরে তোমার,
স্বর্গের সৌন্দর্য্যমাখা তুমি।
আমিরে কপটময় ;
পাপ স্বার্থ সাধিবারে—
এসেছি এ পাপ পৃথিবীতে ;
প্রণয়ের উপযুক্ত আমি কি তোমার ?
প্রাণ দিয়ে তুমি ভালবাস,
আমি শুধু মুখে ভালবাসি ;
দেখ দোঁহে এতই প্রভেদ !
কার্য্যভাব থাকিলে প্রণয়ে,
সে প্রণয় চিরস্থায়ী হয়না কখন !

(নেপথ্যে হুহুঙ্কার ও পদশব্দ ;
চমকিত হইয়া)

শান্তিঢালা কুসুমকাননে,
কেন এ ভীষণ রোল হইল উত্থিত ?
শতবজ্র একত্রে উদয়!
আবার কি দৈত্যগণ প্রবেশিল হেথা,
আবার কি তাহাদের নিধন কামনা ?
কেন আমি কোন্ দোষে দোষী ?
নির্দ্দোষীরে বিনা দোষে কি হেতু বিনাশে ?

(নেপথ্য হইতে একটি তীর আসিয়া কচের পৃষ্ঠে পতন ; বিকট আর্ত্তনাদে ভূতলে পতিত হওন)

(বেগে দৈত্যগণের প্রবেশ)

১ম দৈত্য। এই রূপ প্রাণদণ্ড উপযুক্ত তোর !

কচ। কেন আমি কি দোষ করেছি ?
কি হেতু রে বজ্রাঘাত করিলি হৃদয়ে ?
ওহো প্রাণ যায়!
হৃদ্‌পিণ্ড ফেটে যায় !
চক্ষে আর দেখিতে না পাই,
মৃত্যুমুখ সম্মুখে আমার !
হা দেবযানি—হা গুরুদেব !
উদ্দেশে চরণে প্রণিপাত,—নারায়ণ !—

(মৃত্যু)

দৈত্যগণ। গেছে গেছে—আর নাই নিশ্চল শরীর !

১ম দৈত্য। আরো কিছুক্ষণ তোরা থাক্ স্থির হয়ে !—
বস,—বাঁধ এ দুষ্টরে !
চূর্ণ চূর্ণ ক'রে—
লয়ে চল্ সমুদ্রের পারে।
চল্ রে সমুদ্রনীরে—মিশ্রিত করিগে এরে !—

কচকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(আশ্রম)

শুক্রাচার্য্য ও দেবযানী।

দেবযানী। বাবা বাবা, এখনো এলনা কেন কচ?
দেখ দেখ বেলা হ'ল,
ক্রমে রৌদ্র বিকাশিল,
তবে কেন এখনো এলনা?
অগ্নি গৃহ করেছি মার্জ্জন,
গঙ্গাজলে পরিষ্কার করিয়াছি ঘর দ্বার—
কই সেত এখনো এলনা?
কেন বাবা এত দেরি হয়?

শুক্রাচার্য্য। এই যে, আসিল ব'লে,
কিছু ক্ষণ স্থির হয়ে
ব'স দেখি মোর পাশে চঞ্চলা আমার!
প্রচুর কুসুম তুলে,
গুরু বোলে—দেবী বোলে,
এখনি ফিরিবে কচ।
বোধ হয় পায় নাই মনমত ফুল
তোমার ক্রীড়া কাননে;
তাই বুঝি অন্য স্থানে
গেছে পুষ্প আহরণে।

দেবযানী। ও কথা ব'লনা বাবা!
আমার সাধের রত্ন ক্রীড়াকাননেতে

কচ ভাই পায় নাই ফুল ?
এ কথাটি শুনিবনা!
আজ কাল দেখনিত আমার কানন,
তাই বাবা, তোমার এ ভ্রম!
কচেতে আমাতে আহা দুই জনে মিলে,
চমৎকার সাজিয়েছি কুসুম কানন।
আজ বাবা প্রদোষ সময়ে—
একবার দেখ' দেখি গিয়ে ?
দেখিবে, তেমন আর কোথাও দেখনি!
তোমার শিষ্যের মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠার চেয়ে
শত গুণে আমার কানন শোভা ভাল!
আহা তার অত বড় রাজ্যোদ্যান মাঝে
একটি (ও) আমার মত ফুল কুঞ্জ নাই!
শুধু বড় বড় গাছ—বড় বড় ডাল;
এত ঘন, সূর্য্যকর পড়ে না ভূতলে!
মাঝে মাঝে নিকুঞ্জ বদলে
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুধু রয়েছে সরসী!
হাঁ বাবা, তাহা কি ভাল ?
তাহারা যেমন দৈত্য, যেমন পসন্দ
তার মত উদ্যান(ও) তেমন!
একবার গেলে তার উদ্যানের ধারে—
এই—এত বড় ভাব মনে আসে,
অত কি গো মনে রাখা যায় ?
আমি ত পারিনা,
আমার ত একেবারে ভালই লাগে না!

শুক্রাচার্য্য। তা ব'লে যতই কেন বলনা মুখেতে,
তোমার কানন চেয়ে শর্ম্মিষ্ঠাকানন
সহস্র সহস্র গুণে ভাল!

সে হ'ল রাজার মেয়ে,
কত অর্থ কত দাসী কত লোক তার!
তার কাছে তোমার উপমা হয় কি মা?
তুমি নিজে যাই বল,
আর আর সকলেই বলে—
দেবীর কানন চেয়ে শর্ম্মিষ্ঠাকানন—
সুন্দর সুন্দর ভাবে রয়েছে সজ্জিত!

দেবযানী। দেখ বাবা, এ তোমার একচোখ' কথা!
লোকের কথায় তুমি এত কান দাও?
লোকে বলে শর্ম্মিষ্ঠা সুশীলা,
তা হ'লেই তাই হ'ল?
লোকে বলিবেনা কেন?
লোকেরা সবাই বাবা রাজবৃত্তিভোগী,
সবাই রাজার নুন খায়,
রাজার বিরুদ্ধ কথা—
তারা কি বলিতে পারে?
কাজেই,—দেবীর চেয়ে শর্ম্মিষ্ঠাকানন
সহস্র সহস্র গুণে ভাল!
তুমি যাই বল,
আমার কানন মত সুন্দর কানন
আর কোথা আছে কিনা বলিতে পারি না!

শুক্রাচার্য্য। তাই ভাল—ওমা তোর কাননই ভাল!
এখনত' মিটে গেল সব?
দেখ দেবি,
তোমায় একটী কথা বলিতে ভুলেছি!
সে দিন শর্ম্মিষ্ঠা রাজবালা,
পরম সুন্দর মনোহর—
এক গাছি যুথিকার মালা

স্বহস্তে গাঁথিয়ে সযতনে স্বর্ণসাজি ভরি,
সখীগণ-পরিবৃতা হয়ে—দশদিশি উজলিয়ে
ধীরে ধীরে আসিলেন রাজসভা মাঝে!

দেবযানী। আঃ হয় ছাড় কথার সূচনা,
নয় আমি শুনিতে চাহিনা,
নয় তোমায় বলিতে হবেনা!

শুক্রাচার্য্য। তার পর শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী—
ফুল মালা পদ্ম করে করি,
রাজপদে উপহার করিল প্রদান!
দৈত্যরাজ মহানন্দে আনন্দিত হয়ে—
তুলে নিল অপূর্ব্ব মালিকা!
আহা, বাছা, তাহার যে শোভা,
সভাশুদ্ধ সভাসদ্ হইল চমৎকৃত!
তুমি বাছা, যাই বল,
তুমি যদি সে সময়ে থাকিতে তথায়,
তাহ'লে তুমিও তার
গাঁথনীর পারিপাট্য দেখে,
হতবুদ্ধি—মোহিত হইতে!

দেবযানী। উঃ জানি জানি—
সে মালা দেখিছি সেই দিন!
তোমাদের দেখিবার আগে
শর্ম্মিষ্ঠা পাঠিয়ে দিয়েছিল।
সে মালার কি কি দোষ আছে,
তোমাদের তাকি বোধ আছে?
শর্ম্মিষ্ঠা যে রাজকন্যা,—
সে যা করে—তাকি মন্দ হয়?
তোমরা সবাই বাবা এক চোখে দেখ!
দাঁড়াও—দাঁড়াও এইবার—

অন্ততঃ তোমারো চক্ষু ফুটাইয়ে দিই!

(প্রস্থান)

শুক্রাচার্য্য। একি—দেবী কোথা চলে গেল?
বোধ হয় নিজ হাতে গাঁথিয়াছে মালা।
ভ্রম দূর করিবারে মোরে দেখাবারে,
গিয়াছে সে মালা আনিবারে।
আহা মা, সত্যই পাগলিনী!
মোর এ ভুলান কথা—
সত্য বোলে বিশ্বাস করিল।
কেন যে এ মিথ্যা কয়ে ভুলাইনু তারে,
তার শিশুবুদ্ধি তাকি বুঝিতে পারিবে?
আমার কচের তরে হৃদ্‌কম্প হয়,—
নিশ্চয় দানবগণ আজিও বধেছে!
বাস্তবিক এত বেলা হল,
এখনো ত ফিরে আসিলনা?
কি করি?—
ধ্যানস্থ হয়ে দেখি।

(ধ্যানস্থ হওন)

হারে মূর্খ দৈত্যগণ! হারে দৈত্যরাজ!
এখনও বধ বাঞ্ছা মিটেনি তোদের?
হা পাষণ্ড—দুর্বৃত্ত দানব!
কি ফল ফলিল তোর নির্দ্দোষীরে বধি!
সরল সুশীল কচ কপটতা হীন
শিশু মতি বিনাদোষী বলবীর্য্যহীন,—
তাহারে বিনাশ করে কি লাভ হইল?
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ বৃষপর্ব্বা তোরে!—

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। পক্ষপাত শূন্য হয়ে দেখ দেখি চেয়ে
সে মালার চেয়ে এটি ভাল কিনা ভাল ?
দেখ বাবা, দুজনে যে কাজ করা যায়
এক জনে সেই রূপ পারে গা কখন ?
কালি সন্ধ্যার প্রাক্কালে
বিরলে কচের সনে এক মন হয়ে
দুই জনে মনোনীত করি
গাঁথিয়াছি এ সুন্দর মালা !

(সহসা চমকিত হইয়া)

হাঁ বাবা, এখনো কেন আইলনা কচ ?
আমার যে বড় প্রাণ কাঁপে !
কথায় কথায় এতক্ষণ
অন্যমন হয়েছিনু আমি,—
এতক্ষণ ভুলেছিনু মুখ খানি তার,
ভাল ছিনু বাবা।
কই—কেন তুমিও যে চুপ ক'রে আছ !

শুক্রাচার্য্য। এখনি আসিবে মাতা !
চল মোরা অগ্নিগৃহে যাই !

দেবযানী। যেতে হয় তুমি যাও শূন্য অগ্নিগৃহে !
ফুল, বিল্বপত্র, জবা, নাহিক তুলসী,
কি নিয়ে পশিবে দেবগৃহে ?
আমি যাই, দেখি কচ কত দূর আসে !

(প্রস্থান)

শুক্রাচার্য্য। তাইত—কি করি আমি !
বিষম শঙ্কট হ'ল !
এই রূপ বার বার হ'লে
দৈত্যেশ্বর বৃষপৰ্ব্বা সনে

কত দিন রবে আর প্রণয় আমার ?
যাই দেখি—
দেবযানী কত দূর গেল !

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন মধ্যে পথ।

গীত গাহিতে গাহিতে দেবযানীর প্রবেশ।

গীত।

ভীমপলাশী—একতালা।

যে মুখেতে ভাবনা পে'তে পড়্‌ছে ভাবের স্বর্গছায়,
মাঝে মাঝে সে মুখ খানি ভুবন হ'তে কোথায় যায় ?
যে জন যাহার আশার আশে,
জড়িয়ে পড়ে আশার ফাঁসে,
কেবল তারে কাঁদতে হয়—নয়নজল না ফুরায়।
এত যদি স্বাধীন প্রেমে অধীনতার মাখামাখি,
অধীন তবে সত্যি কথা, স্বাধীন কথা শুধুই ফাঁকি ;—
'একে দুই না মিশিলে,'
প্রেম হয়না লোকে বলে,
'প্রেম জন্মেনা—না হয় যদি দান প্রতিদান প্রেমের কথায়',-
আমি বলি সে প্রেম ও হয় একেই যদি পরাণ চায়।

(অলক্ষ্যে অস্ফুট সঙ্গীত)

ঝিঁঝিঁটমিশ্র—একতালা।

প্রেম হাসায় প্রেম কাঁদায়,
প্রেমে প্রেম মিশে প্রেম গুণ গায়,
প্রেমে যদি না বিরহ মেশেনা,
প্রেমের ভাবনা বোঝা নাহি যায়।
প্রেমিকা হওত কাঁদিয়া বেড়াও,
কোথা প্রেম বোলে উধাও উধাও,
আঁথি জলে হৃদি ধুয়াইয়া নাও,
বিমল প্রেম রাখরে তায়।
ফুল হয়ে আছ ফুলের কাননে,
ফুল হাসি হাস ফুল্ল পরাণে,
তাইত সহেনা আঁথির বেদনা,
কোমল কভু কি কঠিন চায়?—

ছায়ানটমিশ্র—যৎ।

দেবযানী। প্রেমে যদি এত মলা সে প্রেম ত' হবে না,
প্রেম যদি বুকে বাজে সে প্রেম ত' সবে না?
চির দিন হাসিয়াছি কাঁদিতে ত' শিখি নাই,
যে প্রেম কাঁদিলে হয় সে প্রেম ত' নাহি চাই?
অসীম জগত মাঝে সবাই ত' প্রেম করে,
সবাই কি প্রেম তরে কাঁদিয়া মরমে মরে?
তবে কেন লোকে বলে প্রণয় স্বরগছায়া,
এ যদি হয়রে তবে প্রেমে নাই দয়া মায়া।
আমি যারে ভালবাসি সেও তবে কাঁদে কি?
তাহারো সরল চখে অশ্রু জল থাকে কি?

(প্রস্থান)

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। দয়া মায়া যদি কিছু পৃথিবীতে থাকে,
দেখ তবে মনশ্চক্ষু দিয়ে
বালকের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে।
আমি উচ্চমনা,
দয়া আদি সৎবৃত্তিগণ
আমাতেই পূর্ণ বর্ত্তমান,
পৃথিবী আমার কাছে কর্ম্ম ভিক্ষা চায়,
পৃথিবীর রাজা আমি পৃথিবীর স্বামী ;
কিন্তু দেখ সেই পৃথিবীরে,
আমি নিজে ফাঁকি দিই,
ছলনায় ভুলাইয়ে রাখি।
আর ওই সরলতামাখা
ঈশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি বালিকা আমার,
দয়া তরে—পর-উপকারে,—
দেখ দেখ আত্মত্যাগ তার!
কি দয়া তরঙ্গ ছুটে—তার ক্ষুদ্র প্রাণে!
উন্নত মানব!
প্রেম শিখ'—দয়া শিখ' শিশু ছবি কাছে!—
যাই দেখি,
কত দূর গেল দেবযানী!—

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।



উপবন।

দেবযানী।

দেবযানী। ওরে, আমি এতদিনে রোদন শিখিনু!
হাসি যে রোদন মাখা
এত দিনে বুঝিতে পারিনু!
আগে শুধু হেসে হেসে কাল কাটায়েছি,
রোদনের স্বাদ সুখ নাহি জানিতাম,
হাসিই সর্ব্বস্ব ছিল,—
রোদন ছিলনা কভু পূর্ব্বের জীবনে,
তাই অত ব্যাকুলতা ছিল;
সে দিন (ও)ত তারে আমি করেছি সন্ধান,
সে দিন (ও)ত কেঁদে কেঁদে ভাসায়েছি প্রাণ?
কিন্তু সেত' অন্তরের বহেনি রোদন,
সে রোদন শুধু চোখে ছিল,
সে রোদন শুধু মোর অভিমানে ছিল।
কখন তাহারে আমি দেখিতে পাইব,
কখন সে শশী মুখে বচন শুনিব,
এই ভাবে কেঁদেছিনু শুধু;—
কিন্তু আজ সে ভাব নাহিরে মোর প্রাণে!
আজ তত ব্যস্ত ভাব নাই,
আজ তত মুখের সে হাহাকার নাই,
চক্ষু বেয়ে বুক ভাসে নাই,
সে দিন যে রূপ মনে ছিল একাগ্রতা,
আজ তার কিছু মাত্র নাই।

নাই বটে নয়নে ক্রন্দন,
কিন্তু ওরে অন্তরের অন্তস্তর হ'তে,
বুক ফেটে নীরবে পবনে মিশে যায়;—
চক্ষের ভিতরে আসে,
চক্ষের উপরে ভাসে,
কিন্তু ওরে ধারা রূপে আজও বহে না!
সে দিন মনেতে মোর কত শক্তি ছিল;
মত্ত হয়ে চারি দিকে দৌড়িয়ে দেখেছি,—
কত শত বীর বল পেয়েছিনু পদে,
নির্ব্বিবাদে বনরাজী হইয়াছি পার;
কিন্তু আজ কোথায় সে বল?
চরণে সে বল নাই বটে,
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে যায় বটে,
কিন্তু তবু বারণ ত মানিতে চাহেনা?
এরি নাম প্রকৃত রোদন?
এরি নাম প্রকৃত প্রণয়?
আজ আমি কাঁদিবনা;
কিন্তু কচ প্রাণের দেবতা!
আর কেন ব্যথা দাও ব্যথিত পরাণে?
আর কত দূর গেলে পাইব তোমায়?

(কিয়দ্দূর অগ্রসর ও স্তম্ভিত হইয়া)

একি রে! রক্তের ছড়াছড়ি!
মেদ অস্থি চূর্ণীকৃত রুধিরে মিশ্রিত!
প্রাণময় হৃদয়সর্ব্বস্বধন!
কোথা তুমি?
ঘন ঘন পড়ে মনে,
কোথা আছ—আশঙ্কায় বুক ফেটে যায়!

ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস,
মহাত্রাস প্রাণে!
শোনিত বিদ্যুদ্বেগে বহিছে শরীরে,—
শিহরে শিহরে প্রাণ আমার!
অন্ধকার—অন্ধকার!
আলো দাও নয়নরঞ্জন—
বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত সবে?
হা বিধাতঃ!
আবার কি ভাঙ্গিলে কপাল?

(দূরে পুষ্পসাজী পতিত দেখিয়া)

ওই যে ফুলের সাজী ধূলায় লুণ্ঠিত!
হা কচ—হা বালিকার প্রণয় দেবতা!

(সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতন)

(দূরে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। আছাড়ি পড়িল বালা প্রস্তর শয্যায়
ভ্রাতৃ সম প্রিয়তম কচের বিরহে!
নিদারুণ নিদারুণ প্রাণঘাতী ছবি!
আর প্রাণে সহেনা সহেনা,—
আর চোখে দেখিতে পারিনা!
কেন মা করুণারাণী হয়েছ অজ্ঞান?
আর কেন বিপরীত ভাব?
দয়াময়ী মায়াময়ী তুমি,—
মোহ ঘোরে কেন ভ্রান্ত আজ?
উঠ—মোহ কর বিসর্জ্জন!
না না না—উঠনা,—
উঠিলে দয়ার খেলা আর ত রবে না?
শিক্ষা দিতে এসেছ ধরায়,

কেবল কেবল শিক্ষা দাও ;—
স্থির হয়ে যদি বসে থাক—
পৃথিবীকে কি দেখালে তবে ?
মাগো মা, চখের জলে
দয়ার আধার ওই ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল,—
ভাসাইয়ে দে দেবযানি !
দেখিতে কখন চক্ষু হবেনা মুদ্রিত !
তোল্‌মা—তোল্‌মা হাহাকার,—
উচ্চরোলে পূরা দিক্ দেশ,—
পাখিগণ সেই রোলে করুক রোদন,
উন্মনা কর জন্তু গণে ;—
আজ আমি অতি স্থির হয়ে,
কান পেতে শুনিব সকল !
সার্থক এ পাপ চক্ষুদ্বয়—
দেখে তোর বিশ্বপ্রেম সদানন্দময় !
সার্থক এ শ্রবণ যুগল—
পরের দুঃখেতে
তোর মুখে হাহাকার শুনি।
দেবযানি,
ধন্য আমি হয়ে তোর পিতা !
মাগো,
দেখি তোর হৃদয়ের বল,—
দয়ার পরীক্ষা আজ কতই দেখিব !—

(প্রস্থান)

(দেবযানী চেতনা পাইয়া)

দেবযানী। অন্যমনে ফুল তুলে,
আপনায় গেছে ভুলে,

কুসুমে কুসুমে দেখে মিলন কেমন,
কুসুম-মিলন-গান করিছে শ্রবণ।
এ কথা কি একবার
পড়ে নাই মনে তার,
কোথায় কাহার আশে কে এক কামিনী,
আশা পথ চেয়ে আছে হয়ে বিষাদিনী?
একবার হয়েছিল,
একবার গেয়েছিল,
উদ্দেশ-আহ্বান-গান হৃদয়ে তাহার,
'ছুটে যাই' এ কথাটি গায় একবার!
পশ্চাতে ফিরিল হায়,
সে কথা কি বলা যায়?
অমনি দ্বিখণ্ড তার
শির এক দেহ আর,
গলা হতে রক্ত স্রোত—
ওতপ্রোত—ওতপ্রোত!
উলটি পড়িল ভূমে,
ঘুমিল মরণ ঘুমে!
মাত্র কথা 'দেব—যা',—
একবার দেখে যা!
একথার প্রতিধ্বনি,
শুনিল বনের প্রাণী!
ছুটে এল উন্মাদিনী—
দেবযানী—উন্মাদিনী!

(স্তম্ভিত হইয়া)

রক্ত—রক্ত!
রাঙ্গা—রাঙ্গা—রক্ত রাগে,
চো'খে বড় খর লাগে!

গায়ে মাখি রাঙ্গা হই,
রাঙ্গায় মিশায়ে রই।
সে যে বড় রাঙ্গা ছিল,
রাঙ্গা তে যে মিল ছিল;
তবে মাখি গায়ে মাখি,
রাঙ্গা রক্ত গায়ে রাখি।
রাঙ্গার কাপড় পরি,
রাঙ্গা নীরে ডুবে মরি।
আহা, আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
ফুল তুই বড় রাঙ্গা;
আরো রঙ্গ ঢেলে দিয়ে,
খেলা কর্ রাঙ্গা নিয়ে।
রাঙ্গা রাঙ্গা পা'র দাগ এই পথে চলে গেছে,
রাঙ্গায় রঙ্গিল ফুল রুধিরে ফুটিয়া আছে।
এই পথ ধরে যাই, দেখি আর কত পাই,
রাঙ্গার চাইনা ছায়া—রাঙ্গার চেহারা চাই!
এক দুই তিন চার—গুণি কত কত আর!
সেকি এত গুল ছিল? এত রাঙ্গা কেন হ'ল?
আয় ফুল আয় সাজী, তোকে নিয়ে রাঙ্গা সাজি;
তার রাঙ্গা দাগ ধরে, চল যাই ধীরে ধীরে।
এক দুই তিন চার—কতই রে সার সার!
আমি এক—ফুল দুই—সে তিন—রাঙ্গা চার,—
সে আমি একাকার—
ধরা ছার—প্রেম ছার!—

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(সমুদ্রতীর)

শুক্রাচার্য্য।

শুক্রাচার্য্য। বিশ্ব প্রেমে দেবী উন্মাদিনী,
উন্মাদিনী দেবযানী কচের বিরহে !
এতদিনে পরীক্ষার চূড়ান্ত হইল,
দিগন্ত পূরিল তার যশের সৌরভে ;
কিন্তু দেখি, আরো দেখি পরিণাম তার।
—ওকে—ওকে—ওকে আসে শূন্য পানে চেয়ে ?
ওরে তুই কার মেয়ে ?
রক্তমাখা ননীপানা দেহখানা তোর—
রক্তকেশী—রক্তমুখী—রক্তিমবরণী—
কে মা তুই কাহার নন্দিনী ?
রক্ত আঁখি জ্বল জ্বল জ্বলে,
রক্ত ঝরে রক্তাভ নিচোলে !
রক্ত মাখা ফুল মালা গলে দল দলে,
কি ছলে—কে এলি বনবালে ?
ফুলের গহনা পরা ফুল সাজী হাতে,—
—একি—একি দেবযানী তুমি ?
একি মা— একি মা তোর ভয়ঙ্করী বেশ ?
অকস্মাৎ একি মা ভৈরবী !
ওমা তুমি এত জ্ঞান বালিকা হইয়ে ?
সেই সরলতামাখা আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা

কোথা তোর বালিকার ছবি ?
দেবযানি, এত জান তুমি ?
উন্মাদিনী মা আমার !
আমি যে মা সকলি বুঝেছি,
ফাঁকি দিয়ে রূপ দেখে নি'ছি !
দৈত্যগণ বনমাঝে ব'ধেছে কচেরে,
রক্ত তার চারিদিকে আছে ছড়াছড়ি,
অন্ন—অন্ন মেদ অস্থি লুটায় ভূতলে !
তাই দেখে অমনি সে ভাব মনে এল,
রক্ত খেয়ে রক্ত মেখে উন্মাদিনী হ'লি !
হাড়মালা পেলি নে বলিয়ে
ফুল মালা গলায় পরিলি !
মহিষমর্দ্দিনী মাগো দানবঘাতিনি !
আবার কি দৈত্য বধে হ'লি মা উদয় ?
রণে মেতে আয় মা আবার !
দৈত্যকুল করিয়ে নির্ম্মূল
সুরকুলে অনুকূলা হওমা চণ্ডিকে !

(উন্মাদিনী দেবযানীর প্রবেশ)

গীত।

মিয়ামল্লার—জলদ্ একতালা।

রাঙ্গা রাঙ্গা রক্ত ধারা—রক্ত গায়ে ঝর ঝরে,
রাঙ্গা রাঙ্গা গাছ পালা সব রক্ত দেখে ঝল্‌সে মরে !
রক্তে ডুবে গেল ধরা,
রক্ত খেয়ে জ্যান্তে মরা,
গর্ভে ঢুকে আগুন হয়ে—দ্বিগুণ হয়ে জ্বালিয়ে মারে !

রক্ত-তুফান বুকের ভিতর,
রক্ত তুফান চ'খের উপর,
ওই তুফানে গা' ঢেলে দি ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে,
রাঙ্গায় রাঙ্গায় যা মিশিয়ে রাঙ্গার ভয় আর কে করে!

(সমুদ্রজলে পতনোদ্যম ও শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক ধৃতা হওন ; দেবযানীর মোহ)

শুক্রাচার্য্য। অন্তরীক্ষে, ভূতলে, পাতালে,
অনলে, সলিলে কিম্বা পবন হিল্লোলে,
দশদিকে, কিম্বা হায় চতুর্দ্দশলোকে,
যে কোথাও থাক তুমি বৃহস্পতিসুত!
শীঘ্র এস উন্মাদিনী দেবীর সম্মুখে।
পর দুঃখে কাতরা কুমারী—চক্ষে দেখ,—
এস শীঘ্র দয়ার ভিখারী!

(সমুদ্র গর্ভ হইতে কচের উত্থান)

গীত। *

টোড়ীভৈরবী—একতালা।

কি জানি কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছি,
কি জানি কাহার কোলে শুয়ে আছি,
জগতে সকলি ভুলিয়া গিয়েছি,
আছি কিনা জানিনা।
নিথর বুকের নিভৃত পাশে,
কি এক মধুর সুর ভেসে আসে,
সেই সুরে কেন ঘুম পোরা প্রাণ
উঠিল জাগিয়ে—জানি না।

---

* এই গানটি সুপ্রসিদ্ধ কর্ণধার পত্রিকায় (২য় বৎসর) প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাণ ভেসে চলে সুরে সুরে,
সুরে গিয়াছে জগত পূরে,
এ সুরে যে এত করুণা মাখান',
স্বপনেও তাত জানি না।
মনে পড়ে শুধু এই সুর নিয়ে,
একদিন যেন কোথায় ভাসিয়ে,
গিয়াছিনু আমি বিভোর হৃদয়ে,
সেথানের নাম জানি না ;—
আজ সেই সুর প্রাণে বাজিল,
প্রাণও অমনি জাগিয়ে উঠিল,
সুর-লহরীতে ঢেউয়ে চলিল,
কোথায় চলেছে জানি না।

(ভাসিতে ভাসিতে তীরে আগমন)

শুক্রাচার্য্য। লভ রে চেতন-জ্ঞান অচেতন প্রাণে,
হউক হৃদয়ে তব চেতনের ক্রিয়া ;
পৃথিবীতে এসেছ যখন
লহ ত্বরা পৃথিবীর জ্ঞান।

কচ। গুরুদেব !
কোথা আমি—কোথা দেবযানী ?

শুক্রাচার্য্য। এখন সহসা এই কথা,
তোমার নবীন প্রাণ সহিতে নারিবে,
অতএব ধীরে ধীরে শুনিতে হইবে।
প্রাতঃকালে মনে পড়ে তব,
এসেছিলে উপবনে কুসুম চয়নে ?
দুর্দ্দান্ত দানবগণ
হায় তব মৃত্যু মুখ করিতে দর্শন,

প্রতি ক্ষণ করে প্রতীক্ষণ ?
অন্তরালে একাকী পাইয়ে তোমা ধনে,
খণ্ড খণ্ড করিয়ে তোমায়
মিশাইল সমুদ্রের নীরে।
হেথায় তোমার ভগ্নী বালা দেবযানী
তোমার বিরহে আহা হয়ে ব্যাকুলিনী,
একাকিনী ভ্রমে বনে বনে।
অতঃপর উপবনে আসি,
দেখিল রক্তের ঢেউ প্লাবিছে ভূতল,
দেখিল ফুলের সাজী যায় গড়াগড়ি।
অকস্মাৎ রক্ত স্রোত—শূন্য সাজী হেরি,
বালিকার ক্ষুদ্র বুকে
সাঙ্ঘাতিক লাগিল আঘাত ;
আকস্মিক উন্মাদ-পবন
বহিল তাহার প্রাণে,
দেবযানী উন্মাদিনী হ'ল।
ওই দেখ উন্মাদিনী বেশ !
মুখে রক্ত—অঙ্গে রক্ত রক্তের বসন,
মা আমার রক্তমুখী হ'য়ে
অসুরমর্দ্দিনীরূপে ভূমে অচেতন !
দেখ—দেখ দৈব দুর্ঘটন !

কচ। (শিহরিয়া)
একি একি—হায় হায়—কি হ'ল কি হ'ল ?

শুক্রাচার্য্য। চুপ চুপ স্থির হও—ভেবনা ভেবনা,
শুক্রের থাকিতে প্রাণ,
তোমাদের অকল্যাণ হবেনা কখন ;
এস দোঁহে দেবী-অঙ্গ পরিষ্কৃত করি।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মন্ত্রনা—গৃহ)

বৃষপর্ব্বা ও কতিপয় বৃদ্ধদৈত্য

বৃষপর্ব্বা। নিদারুণ সঙ্কট সময়!
চারিদিকে না দেখি নিস্তার!
হায় রে শুক্রের মনে এত ভাব ছিল?
এত ছিল ছল তার প্রাণে?
দেব সনে এতই সখ্যতা?
মহাছলী মহাবলী বীর দৈত্যগণ
দুই বার বিনাশিল সেই শিশুটারে,
দু'বারেই বাঁচাইল তারে?
এর মূল—সেই কাল দেবযানী মেয়ে।
কচ সনে কিসের এ ভালবাসা তার?
এত যদি ভালবাসাবাসি,
কেন তবে সে দুটারে করেনা পৃথক্?
আরে শুক্র, পিতা হয়ে নিজতনয়ারে
কোন্ প্রাণে তার সনে বেড়াইতে দাও?
ধিক্—ধিক!
রাজ বুদ্ধি ধর—রাজারে মন্ত্রনা দাও,
আর এ সামান্য বুদ্ধি নাহিক তোমার?
এবার আপনি যাব,

নিজ হস্তে বধিব সে দুষ্টা মেয়েটারে।
সে মেয়ে না ম'লে,
দৈত্য কুলে মঙ্গল নাহিক দেখি আর।

১ম দৈত্য। ছি ছি দৈত্যরাজ !
এ কাজ ক'রনা কদাচন।
বরঞ্চ স্বহস্তে বধ' সে দুষ্ট বালকে,
কিন্তু তবু নারী হত্যা ক'রনা—ক'রনা !
গাহিবে জগত জুড়ে কলঙ্ক তোমার—
দৈত্য কুল হবে ছারখার !

বৃষপর্ব্বা। বাকী কি দৈত্যের কুল হ'তে ছার খার ?
সর্ব্বনাশ চৌদিকে আমার।
না না না না বোঝনা বোঝনা,
শঠ সনে শঠের আচার,
পূর্ব্বাপর ইহাই বিধান।
সেই শঠ ঘরভেদী দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণে
উপযুক্ত শিক্ষা নাহি দিলে,
পুরুষত্ব কোথা দৈত্য কুলে ?
তুমি আর ক'রনা বারণ,
রোষাগ্নিতে জ্বলে যায় প্রাণ !
যে জন যাহার অন্নে জীবন যাপিছে,
সে জন তাহারি প্রতি করেরে শত্রুতা ?
বল কি তোমরা তবে—বনের পশুও সবে
আশ্রয়দাতার আছে আচির কৃতজ্ঞ ;
আর সে আচার্য্য—
ধনে মানে কুলেতে বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
এটা তার বিবেচনা নাই ?
যা হয় হউক ভালে,
এর শোধ অবশ্য লইব।

২য় দৈত্য। শান্ত হ'ন দানবাধিপতি !
এ সময়ে হয়োনা অধীর,
স্থির হয়ে কার্য্য কর সুফল ফলিবে !
শুক্রের মেয়েরে বধি কোন লাভ নাই,
মাঝে হ'তে কলঙ্ক অর্জিবে শুধু।
আর বাস্তবিক বল, কি দোষে সে দোষী ?
সরলা প্রতিমা আগা সে অতি বালিকা,
শুধু সে সরলপ্রাণে ভালবাসে তারে।
যতবার কচের নিধন হয়,
ততবার পিতারে তাহার
বাঁচাইতে অনুরোধ করে,
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু ভাব নাহি তার।
দৈত্যেশ্বর !
অধীনের বাক্য ধর,
বালিকা বধিলে কোন ফল ফলিবেনা।
আমি অতি অনুগত তব,
তোমার দয়ায় রাজা বিকায়েছি প্রাণ,
তোমার কল্যাণ সদাই বাসনা মম।
কিছু মাত্র নাহি দোষ আচার্য্যদেবের।
তিনি অতি তনয়াবৎসল ;
শুধু তনয়ার মুখ চেয়ে
মুখে নাম মাত্র কচে করেন আদর !
দৈত্যরাজ, গুরু নিন্দা ক'রনা ক'রনা—
এতে বড় পাপ হয়।
হে রাজন, খুঁজে দেখ দেখি,
তোমার গুরুর মত কার গুরু আছে ?
তিনি শুধু শিক্ষাগুরু—মন্ত্রগুরু ন'ন,
প্রাণ দাতা—সমুদ্রের তরণী তোমার।

তবে এহেন গুরুরে—
কভু কিহে নিন্দা করে ?
তোমার চরণ পাশে করি নিবেদন,
কল্য অমাবস্যা তিথি,
শুক্রাচার্য্য শ্মশানে বসিয়ে
মহাকালী চামুণ্ডার করিবেন পূজা,
সেই তব উত্তম সময়।
যে সময়ে গুরুদেব যোগাসনে বসি,
সমাধিতে হবেন বিভোর,
জগত যখন তাঁর না থাকিবে মনে ;
ঠিক সে মাহেন্দ্রক্ষণে, শুন দৈত্যরাজ !
তোমার বিশ্বস্ত অতি সুচতুর জনে,
প্রেরিবেন আচার্য্য সদনে।
আর কতগুলি বীর বলিষ্ঠ দুর্জ্জন,
কৌশলে সে বালকেরে ভস্মীভূত করি,
তাঁহার আসব সনে মিশ্রিত করিবে।
অতঃপর অতি সাবধানে
সেই সুরা দিবে তাঁরে পান করিবারে।
শুক্রের জঠরানলে
একবার যদি সে আসব
কোনরূপে জীর্ণ হয়ে যায়,
ভয় কিম্বা প্রাণের সন্দেহ
লেশ মাত্র রবে না তোমার।
নির্ব্বিবাদে রবে চিরকাল,
ইন্দ্র-সূর্য্য যাবে অস্তাচলে।
অথচ গুরুর সনে রহিল সদ্ভাব,
গুরু শিষ্যে হ'লনা সাক্ষাৎ ;
কচ গেল চিরদিন তরে,

স... কে হ'ল পরিষ্কার।
আমার স্বাধীনমত জানাইনু তোমা,
যেবা হয় কর প্রতীকার!

বৃষপর্ব্বা। তোমার বাক্যের মালা কণ্ঠের ভূষণ
সযতনে রাখিনু ...য়,
দেখি দেখি প...তে কি হয়!
চলিনু চলিনু আ... তব ...মত,
শিক্ষা দিই অনুচরগণে।
কাল যদি কৃতকার্য্য হইবারে পারি,
নিশ্চয় জানিব মনে, সমগ্র এ ত্রিভুবনে,
একজন (ও) আছে মোর হৃদয়ের ব্যথী।
কৃতজ্ঞ শিষ্যের প্রতি গুরুর মমতা
এ হৃদয়ে স্পষ্টাক্ষরে রহিল অঙ্কিত।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



(শ্মশান)

শবাসনে শুক্রাচার্য্য ও তৎপার্শ্বে দেবযানী ;

দূরে কচবেশে জনৈক দৈত্য উপবিষ্ট।

(চিতা প্রজ্জ্বলিত)

পিতা পুত্রী একতানে [illegible]।

মল্লার।

শঙ্করি শাকম্ভরি চ শঙ্করাঙ্কবাসিনি

শশাঙ্কচূড়-অর্দ্ধ-অঙ্গ-হারিণি—ত্রিলোচনে !

শক্তি মুক্তি-জ্ঞান-দাত্রি শৈলরাজনন্দিনি !

নমামি সর্ব্বমঙ্গলে—অমঙ্গলবিনাশিনি !

অপূর্ণে পূর্ণে অন্নপূর্ণে পূর্ণানন্দদায়িনি !

অনাদ্যে আদ্যে মহাবিদ্যে আশুতোষগেহিনি !

উলাঙ্গি-ভঙ্গি-সঙ্গ-সঙ্গী রঙ্গে সমবরঙ্গিনি !

নমামি সর্ব্বমঙ্গলে—অমঙ্গলবিনাশিনি !

অখণ্ড চণ্ড দোর দণ্ড দৈত্যদর্পনাশিনি !

চামুণ্ডে চণ্ডি চণ্ডঘণ্টে মুণ্ডমালা ধারিণি !

চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড লণ্ডভণ্ডকারিণি !

নমামি সর্ব্বমঙ্গলে—অমঙ্গলবিনাশিনি !

সুরাসুরেন্দ্রবন্দিতাং—ভবাপহাং ভবপ্রিয়াং—

স্বপক্ষদুঃখনাশিনিং বিপক্ষদুঃখদায়িনিং—

করালকালদায়িনীং করালকালবারিণীং
নমামি সর্ব্বমঙ্গলে মঙ্গলবিনাশিনি !
ত্রিলোকলোকমাতরং—গজাননস্যমাতরং—
নিশুম্ভশুম্ভনাশিনীং—রক্তবীজশোষিণীং--
রণপ্রিয়াং সুরপ্রিয়াং—সুরারিণাং সুবাসিনীং—
নমামি সর্ব্বমঙ্গলে মঙ্গলবিনাশিনি !

(শুক্রাচার্য্য ধ্যানমগ্ন)

দেবযানী। আঁধারের কোলে শুয়ে চিতা জ্বলে জ্বল জ্বল,
কালতে যেন রে আলো হা হা হাসে খল খল !
আলোকের শিখা গু'ল বাতাসে গা ঢেলে দিয়ে,
কেঁপে কেঁপে ঝেঁপে ঝেঁপে বেড়ে উঠে শিহরিয়ে !
যে দিকে আলোর ছায়া একবার পড়ে যায়,
ওগো সেই রাঙ্গা মত—সব রাঙ্গা হয়ে যায় !
ফট্ ফট্ কাট ফাটে—মড়াটার মাথা ফাটে,
বসা বসা চাপ চাপ বসা গু'ল পড়ে কাঠে !
অমনি চমকি গেল—চমকি আগুন হ'ল,
আগুনে লাগিল [illegible]—হুহুহুহু জ্বলে গেল !
না বাপু, আগুন তাত—হেথায় বসিতে নারি,
বাবার পেছনে বসি—শীতল পাইতে পারি !

(শুক্রের পার্শ্বে উপবেশন)

এ আবার কি আবার—কিসের এ একতান ?
ধূ ধূ ধূ ধূ—হু হু হু হু—শুনে খুলে গেল প্রাণ !
কই রে অকাশে কেউ—এ গান ত' নাহি গায়,—
শুধু শুধু অন্ধকার—তারা গু'ল শুধু চায় !
আহা কি মধুর গান—কোথা থেকে ভেসে আসে ?
এ'ত নিকটের নয়—গান উঠে দূর দেশে !
এত একজনে নয়—জনেকের গলা নয়,—
একটি গলার সুর—এমন কখন হয় ?—

এ যেন জগত যুড়ে—এক সুরে এক প্রাণে,—
ধীরে ধীরে গান উঠে—গান ছুটে একতানে !

শুক্রাচার্য্য। মা—মা !

(আসব পান)

দেবযানি, গান গা—গান গেয়ে ভুলে যা !

গীত।

মিশ্র কানেড়া—ঝাঁপতাল।

দেবযানী। আঁধারের কাল মেয়ে ধেই ধেই চলে ধেয়ে,
ওকিরে বিরাট ছায়া ছেয়ে গেছে ত্রিসংসার !
আকাশে মিশেছে শির, পাহাড় পর্ব্বত স্থির,
অন্ধকার মুখ হ'তে, উগারয় অন্ধকার !
দু' হাত দুদিকে দিয়ে, দুই দিক [illegible] নিয়ে,
ওকে হোথা দাঁড়াইয়ে—গান গায় বার বার ?
ঝাঁপা ঝাঁপা চুল এলো, দশ দিকে উড়ে গেল,
কালোয় মিশিল কাল কাল সনে একাকার।
উদর অকাশ যুড়ে, কত বিশ্ব গেছে উড়ে,
'খাই খাই সাঁই সাঁই' রব বিনা নাহি আর !
দেখ দেখ দেবযানি, রাঙ্গা রাঙ্গা পা দু'খানি,
কেমন বিদ্যুত মাখা মরি মরি কি বাহার !
পা'-পাতালে মেশামেশি, মেশামেশি রবিশশী,
সে আ[illegible] হ'ল, পৃথিবীর দশ ধার ;
সে আলোর রঙ্গ দেখে, জীব জন্তু লাখে লাখে,
ভাবে ভুলে প'ড়ে থাকে চমৎকার চমৎকার !
ভাল যদি চাস মন ওই পাই কর সার !—

শুক্রাচার্য্য। শুষ্ক কণ্ঠ ! দেরে দে—আসব দেবযানি !

(দেবযানীর কচবেশী দৈত্যের নিকট আগমন)

[দেবযানী]। চুপ ক'রে ব'সে আছ ভাই ?
মুখে বাক্য নাই,
কম্পবান শরীর তোমার !
ভয় কি ? সাহসে বুক বাঁধ !
এই দেখ আমি স্থির আছি,
আমার এ দৃশ্য দেখা সয়ে গেছে ভাই,
আগে আগে আমারও বড় ভয় হ'ত ;
এখন আমিও পারি বাবার মতন
শবাসনে একমনে শ্মশানে বসিতে !
ত্বরায় আসব দাও এই পাত্র ভরি !

(দেবযানী আসব লইয়া আচার্য্যের নিকট পুনরাগমন)

দেবযানী। বাবা, বাবা, আনিয়াছি আসব তোমার !

(শুক্রাচার্য্য আসব গলাধঃকরণ ও
ভোর হইয়া শক্তির স্তব)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শ্মশানের অপর প্রান্ত)

বৃদ্ধদৈত্যগণের প্রবেশ।

১ম দৈত্য। বিমল দানবক্ষেত্রে দারুণ কণ্টক
এতদিনে চিরতরে হইল নির্ম্মূল !
এত দিনে শত্রু হীন দৈত্যরাজেশ্বর,
এত দিনে আচার্য্যের সত্যমন্ত্রানল

নির্ব্বান হইল দৈত্যবুদ্ধির সাগরে!
এতক্ষণে ভস্মীভূত কচ,
শুক্রের জঠরানলে বিলীন হইল!

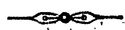
২য় দৈত্য। বৃদ্ধের বুদ্ধির পরিচয়
জগত পাইল আজ মোদের কৌশলে!
জানিলেন দৈত্য রাজ বৃদ্ধের ক্ষমতা!

(দূতের প্রস্থান)

দূত। শুনেছেন দৈত্যেশ্বর অদ্ভুত বিনাশ!
পূর্ণানন্দ লভেছেন প্রাণে।
মহামান্য হে প্রাচীন গণ!
গুপ্ত গৃহে চলুন ত্বরায়,
দৈত্যরায় অপেক্ষায় আছেন বসিয়ে

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।



(আশ্রম সন্মুখ)

দেবযানী।

দেবযানী। এ কেমন হ'ল?
আবার হৃদয়ে কেন সেই ভাব এল?
আবার দক্ষিণ অঙ্গ কি হেতু নাচিল?
ক্ষণে ক্ষণে শিহরে শরীর—
প্রাণ কেন থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠে?
ভাল জ্বালা বটে!

যা আমি ভালবাসিনা,
যা ব্যথা প্রাণে সহেনা,
তাই আগে আমারই হয়!
এই দেখ দেখি—একি কম বিড়ম্বনা!
আমি চাই কচ সনে একত্র থাকিতে—
চাই শুধু দেখিতে তাহারে;
এমন কপাল হা রে! তা কি তাই হবে?
সারাদিন চ'খে চ'খে রাখিয়াও তারে—
তবু ত সে থাকেনা আমার?
এ কেমন বিধির বিচার?
এক ভাবে ভালবাসা যায় না কি কভু?
যেথানেই ভালবাসাবাসি—
সেখানে কি দুঃখ শোক রাশি?
দৃষ্টির বাঁধন যদি একবার খুলে যায়,
অমনি কি দৃষ্টি হতে চির তরে চলে যায়?
এই যে আমার কচ সমুখেতে নাই,
সুনিশ্চয় জেন' মন,
পিতার আহ্বান বিনা—
সে তোমার আর আসিবে না।

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। ঘরে যাও দেবযানি, দেখ বেলা হ'ল,—
সত্বর যাইতে হবে রাজার বাড়ীতে,—
এই দেখ হয়েছি প্রস্তুত।

দেবযানী। ঘরেতে ঘরের মেয়ে যাব,
এ কথাটি নহে ত' নূতন;
কিন্তু পিতা, ঘরে আর মন ত' বসেনা?
প্রাণে সদা হতেছে ঘোষণা,

তোমার আহ্বান বিনা—
যে আসে সে আর আসিবে না।

শুক্রাচার্য্য। ছাড়া—ছাড়া—ভাসা ভাসা উদাস-মাথান'
কেন মা একথা উঠে তোর শিশুমুখে ?
দিন দিন কেন মা এ ভাব ?
দেখিতে বালিকা তুমি ক্ষুদ্র জ্ঞান তব ;
কিন্তু বৎসে, এতদিন জানিতে পেরেছি,
দেবী সাজ—শিশু সাজে সাজান' তোমায়।

দেবযানী। এতদিনে আমিওগো বুঝিতে পেরেছি,
শিশু ব'লে শিশু বোলে ভুলায়ে রেখেছ।
তা না হ'লে এ কেমন কথা ?
আমারে একেলা ফেলে অন্ধগৃহ মাঝে—
কোন্ প্রাণে চ'লে যেতে চাও ?
বুঝিয়াছি, সকলি তোমার উপন্যাস,
কেবল কেবল মিথ্যাভাষ !
গল্পকথা ক'য়ে—আমারে ভুলায়ে রাখ !

শুক্রাচার্য্য। তুমি মোরে মিথ্যাবাদী বল ?
হাঁা গা খ্যাপা মেয়ে !
কেবল তোমারে আমি গল্প কথা বলি ?
আমি আর শাস্ত্র গল্প কভু করিব না,
তোমার কথায় আর উত্তর দিবনা !
অগ্নিগৃহে সারারাত বসিয়া থাকিব,
হোমাগুন দ্বিগুণ জ্বালাব,
তা হ'লেই তুমি আর আসিতে পাবে না ;
কচকেও করিব বারণ—
তোমার নিকটে আর কখন যাবেনা !
তুমি মোরে মিথ্যাবাদী বল ?—
তোমায় কেবল আমি ভুলাইয়ে রাখি ?

দেবযানী। তা না'ত কি?
তুমি মোরে ভুলিয়ে রাখনা?
এই কেন একবার ভাবিয়ে দেখনা;—
কাল সেই অন্ধকার অমাবস্যারাতে
সেই অন্ধকার পথ দিয়ে—
কেমন—কি ভাবে তুমি আসিলে আশ্রমে?
তুমি আগে,—আমি মাঝে—পশ্চাতে সে কচ।
তখন সে ভোলা ভোলা ভাব—
আমাকে কি ভুলিয়ে রাখে নি?
ছিঃ বাবা—আমারো চেয়ে অতি শিশু তুমি!
অন্য দিন এ ভাব ত' দেখিনি তোমার?
সারা রাত 'মা—মা' বোলে চীৎকার করেছ,—
কখন ভুলেছ—কখন হেসেছ,
কখন বা ভূমে লুটায়েছ—
এই রূপ সারারাত করিয়াছ বাবা!
বল দেখি, এ দেখে কি স্থির হতে পারি?
অনেক শুশ্রূষা সেবা করিবার পর,
যখন একটু সুস্থ হ'লে,—
আমার এমনি দেহ অলস হইল,
এমনি নয়নে ঘুম আসিয়ে বসিল,—
পা দু'খানি বুকে করে শুইয়ে পড়িনু।
কচের হ'লনা সেবা;—
কচেরে ভুলিনু—জগত ভুলিনু—
পদ পাশে ঘুমায়ে পড়িনু।
দেখ দেখি, তোমার এ ভোলার জ্বালায়,
কি অন্যায় কাজ হ'ল,
কচের না সেবা হ'ল,—
কচ আমার রাগ ক'রে কোথা চলে গেল!

শুক্রাচার্য্য। সত্য নাকি ?
কচ কি আশ্রমে নাই তবে ?
কি বল—কি বল—দেবযানি !

দেবযানী। যা জানি তা সকলি বলেছি,—
প্রাণে প্রাণে কথা ক'য়ে হয়েছে প্রতীতি,
এ প্রস্থান ক্ষণতরে নয়—
এ প্রস্থান আর কোথা নয়—
এ প্রস্থান প্রাণ ছেড়ে চিরশান্তিপুরে।
সে আমার সপ্তস্বর আমি তার বীণা,—
স্বর বিনা—
বীণা কি বাজিতে পারে কভু ?
আমার যে প্রাণ যায় বাবা !
কচ কোথা—কচ কোথা—একবার বল,
ছুটে গিয়ে ধ'রে আনি তারে !—

শুক্রাচার্য্য। শুন পুত্রি, বুদ্ধিমতী তুমি !
কেন এত হতেছ উতলা ?
আমার নিশ্চয় বোধ হয়—
কালি নিশা কালে—
কোন ছলে অজ্ঞাতে মোদের—
পুনঃ তারে দৈত্যগণ করেছে নিধন।
হেথায় কচের অবস্থিতি
দৈত্যপতি(র) নহে অভিপ্রেত !
এ কারণে গুপ্ত চরে করেছে নিদেশ—
যে কোন উপায়ে পারে করিতে বিনাশ।
শুন বালে, ছাড় তার আশ !
তারে আমি স্থান দে'ছি বলি,
দৈত্যের সমাজে আছি বড় অপরাধী।
দৈত্যরাজ অহোরহ করে তিরস্কার—

তাহে আমি বড় ব্যথা পাই!
সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে
বারম্বার রক্ষা করি তারে—
তথাপি তদ্বিনাশে না হয় বিরত,—
বল বল আমা হতে আর কত হবে?
অতএব হে দেবযানি!
আমি পিতা, তুমি কন্যা, ধর মম বাণী ;-
নশ্বর এ শোক দুখে ক'রোনা রোদন—
রোদনে না ফেরে গতজন!
তুমি হেন কন্যা,
ভঙ্গুর পৃথিবী হেতু—
শোক মোহে অভিভূত হয় কি কখন?
ব্রহ্মাদি ব্রাহ্মণগণ,—
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ,—
অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমার—
দুরন্ত এ অসুরসমাজ,
সমগ্র এ জগতসংসার—
তুমি মহাপ্রভাবশালিনী বলি—
প্রতিদিন ভক্তি ভরে করে নমস্কার।
দেবযানী নাম—
বিশ্বধামে কাহার অজ্ঞাত?
শিশু বেশে মহাদেবী তুমি ;
তোমার এ প্রাণভরা প্রেম
এ সংসারে আদর্শ স্বরূপ,
মূর্ত্তিমতী প্রেমদেবী তুমি!
স্থির চিত্তে ভেবে দেখ বালে,—
কচের জীবনরক্ষা বৃথা ও অসার!
যে হেতু অসুরগণ পাইলে সুযোগ,

পুনঃ তারে করিবে সংহার,
অতএব তার আশা কর পরিহার।

দেবযানী। বৃদ্ধতম মহামুনি—
অঙ্গিরাঃ যাঁহার পিতামহ,
তপোনিধি বৃহস্পতি জনক যাঁহার,
তাঁর লাগি কেনই না করিব রোদন?
কচ নিজে নন্ সাধারণ,
ব্রহ্মচারী তপোধন শাস্ত্রজ্ঞ সুজন,
সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুন তিনি,—
সংসারের তিনিও প্রণম্য,
তবে পিতা, তাঁর লাগি হব না কাতর?
প্রাণ তব এতই পাষাণ,
পদাশ্রিতে কর উপেক্ষণ?
বল বল কি দোষ তাঁহার,—
শিশু সনে কেন কর শত্রুতা আচার?
পিতা, আমি অতি শিশু—স্বল্পবুদ্ধি মম,
তবু আমি জিজ্ঞাসি তোমায়,
স্বর্গীয় বাৎসল্য রসে থাকে কি ক্রূরতা?
তাঁর পিতা, পিতৃ-শিষ্য দেবতার সনে,
তোমাদের আছে বৈরভাব,
দৈত্যের প্রভাব কেন তবে তাঁর প্রতি?
তিনি উদার প্রকৃতি,
শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই তাঁর—
সম ভাবে দেখেন সংসার!
তবে তাঁরে কোন্ দোষে প্রাণদণ্ড দাও?
যদি ভাল চাও—
এনে দাও তারে,
রক্তগঙ্গা দেখিবারে কেন কর সাধ?

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি, শান্ত হ'মা,—
রাখ্ তোর বাপের মিনতি ;
আর্ মোরে কাঁদাস্‌নে বাছা !
তুই কি গো প্রভুদ্রোহী হইতে বলিস্ ?
দেখ, তারে স্থান দে'ছি বলি',
মোর অন্নদাতা—
দুঃখত্রাতা দৈত্যনাথ বৃষপর্ব্বা রাজা—
সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ চোখে দেখে গো আমারে ;—
আর মোরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না !
বিরক্তি—বিরক্তি ভাব—
ভক্তি আর নাহি মম প্রতি,
দৈত্যকুলে কণ্টক স্বরূপ শুধু আছি !
যবে যাই অসুর সভায়,—
নাহি আর সে সম্মান বিজয়-ঘোষণা,—
অলৌকিক পুলকিত ভাব—
কিছুমাত্র নাহি আর সে রাজসভায় ;
অধোমুখে যাই—বাক্যালাপ নাই,
সামান্য প্রহরী মত—
এক পাশে থাকি দাঁড়াইয়ে।
এত অনাদর পাই—
তবু বাছা, তোর মুখ চাই !
ওরে ওরে এত অপমান—
নীরবে নীরবে সহি—
নীরবে চলিয়া আসি !
বল্ আর কি করিতে পারি !
দেবযানি,—
কখন ত' অবাধ্য হওনি—
যা বলেছি—তখনি শুনেছ ;

আজ মা, আমাকে শুধু এই ভিক্ষা দাও,—
তোর এই কথা শুধু রাখিতে নারিব ;
ত্রিসংসারে নিন্দনীয় হব।
"শুক্রাচার্য্য—প্রভু-হন্তারক—"
এই আখ্যা তুই কি মা দিবি ?

দেবযানী। "শুক্রাচার্য্য প্রভু-হন্তারক—"
এ কথা তোমার পক্ষে পরম মঙ্গল,
আমা হ'তে এই আখ্যা পাবে ;
কিন্তু হে পণ্ডিত,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মিলে সবে এক রোলে—
উচ্চৈঃস্বরে বলিবে তোমায়,—
"শুক্রাচার্য্য কন্যাঘাতী—প্রিয় শিষ্যঘাতী !"
এতদিনে জানিলাম—
সঙ্গদোষে দেবতাও হ'ন রূপান্তর ;
নহে তুমি হেন মহাজন—
ঈশ্বরের ক্ষমতা তোমার—
বাক্যে তব মৃত পায় প্রাণ,
তোমারো দৈত্যের মত ঈদৃশ আচার ?
দেব দৈত্যে রাখনা প্রভেদ ?
এই কি গো নৈতিকের সুনীত বিধান ?
ছি ছি ধিক্ তব প্রাণ !—
শত্রু যদি আশ্রিত শরণাগত হয়,
গোপনে তাহারে বধ',—
এ কথা কি বাঁধা আছে রাজনীতিমূলে ?
ছি ছি ছি ছি—স্থূলে ভুল হ'লে সঙ্গদোষে ?—
ভাল, যদি তাই হয়,
যদি সেই দেবাকৃতি কচ গুণধাম
শত্রুভাবে থাকেন আশ্রমে,

তা হইলে তাঁর বধে—
দৈত্যদের কিবা অধিকার ?
এ কথা কি একবার ভাবনা মনেতে ?
তোমার আশ্রিত শিষ্যজনে—
গোপনে নিত্যই নাশে,
আর তুমি প্রতীকার না করিয়ে তার—
এই রূপে রহিবে নীরব ?
তুমি সর্ব্বশক্তিমান —ঈশ্বরজানিত—
তুমি হবে দৈত্য ভয়ে ভীত ?
হে পিতঃ, বালিকা আমি,
জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই মম,
ক্ষমা কর তব তনয়ায় ।
নিরাহারে পরিহার করিব এ প্রাণ,—
যদি নাহি কচ ফিরে আসে ।
কচ আমায় বড় ভালবাসে ;
কচের বিরহে—
এ দেহে না রহিবে জীবন ।

শুক্রাচার্য্য । স্থির হও দেবযানি,
তোমার কথাই আমি করিনু স্বীকার !
বারবার দুরাচারগণ
আমার শিষ্যের প্রাণ নাশে,
অবশ্যই দণ্ড দিব মূঢ়মতিগণে !
দুরন্ত দানব—
ধরারে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার আশে,
মোর প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছে ।
এখনই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি
ঘুচাব মা মনঃ ক্ষোভ তব !
কোথা আছ—কোথা আছ প্রাণাধিক প্রিয়,—

একবার দেহরে উত্তর !
কোথা আছ—কোথা আছ—দেবীর আনন্দ !
সাড়া দাও—দেবীরে বাঁচাও !
কোথা আছ—কোথা আছ—বৃহস্পতিসুত !
উচ্চরোলে দেহরে উত্তর—
বিত্রাসিত কর দৈত্যকুল !

শুক্রের উদরাভ্যন্তর হইতে কচের

গীত।

খাম্বাজমিশ্র—একতালা।

যেখানে জনম মরণ ভয়,
রোগ শোক তাপ জ্বালা না রয়,
ভাবের সমাধি যেখানে—
গুরুদেব ! আমি সে থানে !
যেখানে উঠেনা পাপের রোল,
যেখানে নীরব পাপীর গোল,
সদা সুখরাশি যেখানে—
গুরুদেব ! আমি সেখানে !
চোখ চা'য়া চা'য়ি যেখানে নাই,
যেখানে চোখের পলক নাই,
গোলোক পুলক যেখানে—
গুরুদেব ! আমি সেখানে !
রবি শশী নাই তারকা নাই,
অথচ অরূপ' আলোক-ঠাঁই,
আঁধারে আলোক যেখানে—
গুরুদেব ! আমি সেখানে !

শুক্রাচার্য্য। একি একি গর্ভ হতে কচের উত্তর ?
অকস্মাৎ ঘটনার কিবা রূপান্তর !
বল শিষ্য, কিরূপে উদরে প্রবেশিলে ?

কচ। (গর্ভ হইতে) আপনার শ্রীপদপ্রসাদে—
বলবতী স্মৃতিশক্তি
করে নাই পরিত্যাগ মোরে ,
এই হেতু সমস্তই হতেছে স্মরণ !
কালি অমাবস্যা নিশী দ্বিপ্রহরকালে
গুরুদেব শবাসনে ধ্যানমগ্ন যবে,
দেবযানী আপনার সেবায় নিরত ;
ঠিক্ সেই সন্ধিক্ষণে আসি দৈত্যগণ—
চুপি চুপি মোরে হায় করিল নিধন ;
বোধ হয় মম হাহাকার—
পশিল না কাহারো শ্রবণে !
অতঃপর দৈত্যগণ মোরে ভস্ম করি,
মিশাইল আপনার আসবের সনে ;
ভ্রম ক্রমে সে আসব পানে
তব গর্ভে অবস্থান হইল আমার !
চিরদিন আছে মম হৃদয়ে বিশ্বাস
বিদ্যমান থাকিতে আপনি—
কখন আসুরীমায়া
ব্রাহ্মীমায়া অতিক্রম করিতে পারে না।

শুক্রাচার্য্য। কি করি—কি করি—দেবযানি !
আজ তোর প্রিয়কার্য্য কি করে সাধিব ?
হায় হায় উভয় সঙ্কট !
মম প্রাণ না কৈলে বর্জ্জন,
কচের হয়না বৎসে, উদ্ধার সাধন।
কচ আমার হয়ে ভস্মীভূত

উদরের অভ্যন্তরে আছে অবস্থিত ;
গর্ভ বিদারণ বিনা
কি রূপে সে হইবে নির্গত ?
বুদ্ধিমতী তনয়া আমার!
বুদ্ধি দাও—
আমি রে নিস্তার পাই কিসে ?

দেবযানী। কি বুদ্ধি তোমায় দিব,
আমিও যে উপায় না পাই!
তব প্রাণ বিনিময়ে
কচ নিয়ে কি হবে আমার ?
আবার তোমার অদর্শনে
তব কন্যা কি রূপে বাঁচিবে ?
বাবা—বাবা—
আমরা যেমন ছিনু আমি তাই চাই!

শুক্রাচার্য্য। ধন্য হে ঘটনাপতি! ঘটনা তোমার!
আশ্চর্য্য ঘটনাসূত্রে বাঁধিলে আমায়!
কর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডন,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার হেরিনু নয়নে!
কচেরে না শিখাইব গুপ্তবিদ্যা মম,
চিরদিন এই পণ ছিল মনে মনে ;
কিন্তু আজ সেই পণ ঘটনার স্রোতে
কত দূর ভেসে চলে গেল!
দেবযানি!
আমি কি দেখিতে পারি তোর চ'খে জল ?
মা গো মা, সুস্থির হয়ে দৃঢ় করি চিত্ত,
ক্ষণ তরে মৃত্যু মম দেখিতে হইবে!
বজ্রে বুক বাঁধ,
নিরখিবে অতি লোমহর্ষণব্যাপার!

ওহে বৃহস্পতিপুত্র—প্রিয় ছাত্র মম !
আমার কন্যার তুমি বড় আদরের ;
এই হেতু বোধ হয় মম,
তুমি কোন সিদ্ধমহাপুরুষ, অথবা
কচ রূপী দেবেন্দ্র স্বয়ং !
যাই হোক্ সুনিশ্চয় বাঁচাব তোমায়—
সুনিশ্চয় মহাবিদ্যা শিখাব তোমায়,
এতে মোর যাহা হয় হবে
বুক পেতে অনায়াসে সহিব সকল ।
শুন বৎস, আদেশ আমার ;—
শিষ্য রূপে করেছি বরণ
পুত্রাধিক স্নেহ করি তোমা,
তুমিও পিতার মত ভক্তি কর মোরে।
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কররে গ্রহণ,
মৃতজন আহ্বানে তোমার
অবিলম্বে হইবে জীবিত !
এস বৎস, গর্ভ ভেদ করি,
মূর্ত্তি ধর শোকাকুলা দেবীর সম্মুখে ।
অতঃপর মহাবিদ্যা বলে
প্রাণ দান কর’রে আমায় !

ভূতলে শয়ন ।

(শুক্রাচার্য্যের গর্ভ বিদারণ করিয়া
কচের আবির্ভাব)

কচ । যে বিদ্যা প্রভাবে দেব ত্রিদিব কম্পিত,
যে বিদ্যায় মৃত জন লভে হে জীবন,—
যে বিদ্যায় বলে
পদ পাশে সমাগত হইল কিঙ্কর,

আমিও সে বিদ্যার প্রভাবে,
গুরুদেব ! সকাতরে আহ্বানি তোমায় !
উঠ প্রভো ভূতল হইতে—
মিল আঁখি,—স্নেহ ধারা কর বরিষণ,
কাতরা কুমারী ধনে কর হে সুস্থির !

(শুক্রাচার্য্য চেতনা প্রাপ্ত হওন)

কচ ও দেবযানী। জয় জয় ভগবন্—জয় জনার্দ্দন !

কচ। গুরুদেব ! শ্রবণ যুগলে যিনি অমৃত স্বরূপ
মহামন্ত্র করেন প্রদান,
পিতা বোলে হয় তাঁরে জ্ঞান।
সত্যফলপ্রদ—নিধির নিধি স্বরূপ,
মহাপূজ্য গুরুদেবে যার ভক্তি নাই,
নরকে অবশ্যম্ভাবী নিবাস তাহার।

শুক্রাচার্য্য। এই সুরা—এর লাগি এতই মত্ততা ?
আজি হতে জাতক্রোধ হইনু সুরা প্রতি !
শুন শুন সর্ব্বলোক-অধিবাসিগণ !
আজি হতে সুরা বিষ যে করিবে পান
নিশ্চয় নিবাস হবে গভীর নরকে।
যদি কোন দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ, ভ্রান্তি বশে করে মদ্যপান,
পাপ হ'তে কখন পাবে না পরিত্রাণ ;
অধার্ম্মিক ব্রহ্মঘাতী হয়ে,
পাপ নীরে আজীবন রহিবে মগন,
বিপ্রধর্ম্ম শেষ সীমা কৈনু সংস্থাপন !
শোন রে চলন্ত সমীরণ !
তোর স্রোতে ঢেলে দিনু হৃদয়ের ব্যথা,
বাক্য স্রোত ত্রিসংসারে করগে প্লাবন,—
জগজ্জনে কর সাবধান !

জ্ঞাননেত্র উন্মীলিয়ে দেখ রে দানব!
তোদেরি দুষ্কর্ম্ম বশে,
মম সম মহানপ্রভাবশালী—
জিতেন্দ্রিয় কচ মহাত্মন্—
অবহেলে সরলতাগুণে
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিল নিমেষে!
পূর্ণ হ'ল বৃহস্পতি-বুদ্ধিরআধার,
পূর্ণ হ'ল ইন্দ্রের কামনা—
পূর্ণ হ'ল মনোরথ কচের আমার!
আয় শিষ্য আয় দেবযানি!
প্রকম্পিত করি দৈত্যকুল!

(সকলের প্রস্থানর)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কুটীর শয়নগৃহ)

শুক্রাচার্য্য, কচ ও দেবযানী স্ব স্ব আসনে নিদ্রিত

শুক্রাচার্য্য। (ধীরে ধীরে জাগরিত হইয়া)

কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে—
গম্ভীরা আঁধারময়ী স্থিরা যামিনীর
দ্বিযাম অতীত হ'ল ;
রাজত্বের পূর্ণ সীমা লভিল নিশীথ,
এতক্ষণে স্তম্ভিত হইল প্রকৃতি !
কর্ণ সনে মন প্রাণ একত্র করিয়ে
শুনিলাম রজনীর অস্ফুটসঙ্গীত।
ক্রমে যত নিশী বেড়ে উঠে,
ধীরে ধীরে গান ছুটে অসীম আকাশে।
একতান ঝিল্লীকুলগান—
অবিরাম বাতাসের সন সন সুর,
দিনের জীবন্তময়ী স্বরকল্লোলিনী
স্তব্ধতার প্রবাহে মিশিয়ে

এতক্ষণে পূর্ণ রূপে হইল নীরব।
এতক্ষণে নিদ্রাদেবী জগৎ লইয়ে—
বিভোর বিভোর প্রাণে ঘুমায়ে পড়িল।—
এ হেন ঘুমের রাজ্য আরামসময়ে
কে তুমিরে আছ জাগরিত ?
শুক্রাচার্য্য ভবিষ্যত-ভাবনা-ভাবুক,—
আর এই প্রেমিকার ননীহৃদিখানি।
মনে ভাবে দেবযানী, জনক তাহার
অজ্ঞান ঘুমিয়ে আছে ;
তাই আহা প্রেমপূর্ণ বালিকানয়নে,—
ধীরে ধীরে চায় কচ পানে।
মনে আছে ধারনা তাহার,
একবার ফিরাক্ নয়ন,
তা হ'লে বালিকা—
একবার চোখে চোখে কথা কয়ে নেয়—
চোখে চোখে ভাব ঢেলে দেয়।
ওরে তুই কাতরা কুমারী—
তোর ভাব কচ কেন করিবে গ্রহণ ?
কচ আমার নিদ্রামগ্ন হ'য়ে—
স্বর্গের সুস্বপ্ন দেখে,
দেবরাজে বলে দেয় গুপ্তবিদ্যা কথা,
তোর ব্যথা কেন সে বুঝিবে ?
এইরূপে এতক্ষণ প্রেমিকা বালিকা—
কতই আশার চোখে চেয়ে চেয়ে ছিল ;
যখন হেরিল,
খুলিল না কচের নয়ন,
মনেরে প্রবোধ দিয়ে মোর মুখ চেয়ে—
এইবার বাস্তবিক ঘুমায়ে পড়েছে !

কিন্তু না—আর না,—
আর এ দোঁহারে—
একত্রে থাকিতে দেওয়া নহেরে বিধেয়!
আর নাই দেবীর সে ছেলেখেলা ভাব,
দেবী আর নহে রে বালিকা;
প্রেম-চিন্তা করিতে শিখেছে—
দুর্ভাবনা এসেছে তাহার প্রাণে,
অর্দ্ধপ্রাণ বিকায়েছে কচের পরাণে,
এই বেলা করিব পৃথক;
তা না হ'লে বিলম্বিলে—
সর্ব্বনাশ নিশ্চয় ঘটিবে!
আজ রাত্রে এইক্ষণে কচেরে জাগায়ে,—
সব কথা বলিব খুলিয়ে;—
আজ যদি
কচ সনে দৈত্যপুরে রজনী পোহায়,
তা হইলে কোন দিকে নাহিক নিস্তার।
কৃতবিদ্য হইয়াছে কচ,
এ কথা বিদ্যুদ্বেগে পশেছে ত্রিলোকে,—
কাল প্রাতে ভয়ঙ্কর ঘটিবে ঘটনা!
দৈত্যেশ্বর ছারখারে দিবে ত্রিসংসার,
বড়ই বিপদ হবে কচের তখন!
আর এই প্রেমান্ধ বালিকা,
সর্ব্বনাশ ঘটাইবে কালি!
এই বেলা জাগাই কচেরে।
প্রকৃত কি দেবযানী হয়েছে নিদ্রিতা,
অথবা এ নিদ্রা-ভানে শুন সব কথা!
যাই হোক্ সন্দেহে নাহিক প্রয়োজন,
মন্ত্রবলে দেবীরে অজ্ঞান করি,

কচের এ প্রস্থানের করিগে উপায়!

(দেবীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া)

থাক্ মা—অজ্ঞানে থাক্—
প্রাণ ধ'রে তোর বুকে ব্যথা দিয়ে গেনু,
প্রাণ থেকে ছিঁড়ে নি'নু তোর প্রাণধনে।
দেবী রে, নিষ্ঠুর ব'লে ক'র না ভর্ৎসনা,
ভাবী আশা ভরসা তোমার—
আমি রে অতল জলে দিনু বিসর্জ্জন!

(কচের শয্যার নিকট আগমন)

(কচের কর্ণমূলে)
শিষ্য—শিষ্য!
(কচ জাগরিত হইয়া)

কচ। গুরুদেব!
কি আদেশ হবে এ কিঙ্করে?

শুক্র। বজ্রের বাঁধন দিয়ে বেঁধেছি হৃদয়,
দয়া মায়া শূন্য হইয়াছি,
শুন বৎস! নির্ম্মম-আদেশ;—
দেবেশ আদেশ-পাশে জড়ীভূত হয়ে,
যে আশায় এসেছ এ দেশে,
সে আশায় সিদ্ধ হইয়াছ,
শুক্রের সোসর হয়ে যাও স্বর্গধামে।
তোমার এ বিদ্যালাভ গাঁথা
ত্রিসংসারে হয়েছে ঘোষণা!
বজ্রাঘাত হয়েছে দানবকুলে!
কাল রাত না হ'তে প্রভাত—
দ্রুত অপসৃত হও দৈত্যরাজ্য হতে।
দেখ দেখ দ্বিযাম যামিনী

সাড়া নাই শব্দ নাই নির্ব্বাক্ মেদিনী,—
দেবযানী ঘুমে অচেতন,
এই তব উত্তম সুযোগ।
আর বৎস, বিলম্ব কোরো না,
অবিলম্বে লহ রে বিদায়।—

কচ। গুরুদেব!
তব বাক্য কখনও করিনি হেলন,
অকপটে করেছি সাধন;
কিন্তু—আজ মোর প্রাণে বড় লাগিল আঘাত!
এ মহাপ্রস্থানকালে—
একবারো গুরুকন্যা দেবযানী সনে—
শেষ দেখা পাব না দেখিতে?
দেবী যে আমারে আহা, বড় ভালবাসে,
এক তিল ছাড়াছাড়ি হ'লে,
সে যে গুরো! চারিদিক অন্ধকার দেখে,—
প্রবঞ্চনা কারে বলে সে ত তা' জানে না,
সে যে বড় সরলা সুশীলা,—
এ ছলা কেমনে তবে করি গুরুদেব?
একবার অনুমতি কর,
একবার জাগাই দেবীরে
একবার দুটি কথা কয়ে চলে যাই।
একবার ভক্তিভরে প্রণাম করিয়ে তারে,
চিরতরে স্বর্গপুরে যাই!—

শুক্রাচার্য্য। শান্ত হও বৎস!
অকূল পাথারে তুমি আছ ভাসমান,
চারিদিকে বিপদ তোমার!
তুমি বুদ্ধিমান,
সাবধানে যাহে পার পাও,

এই কার্য্য উচিত তোমার !
অবুঝ হইয়ে—
যদি তুমি জাগাও দেবীরে,
সর্ব্বনাশ এখনি ঘটিবে !
তুমি কি অন্তরে ভাব বাছা,
দেবীরে জাগিয়ে তুমি পলাতে পারিবে ?
জেনে শুনে কেন তবে হতেছ আকুল ?
করি আশীর্ব্বাদ
নির্ব্বিবাদে যাও স্বর্গধামে,
শুক্রাচার্য্য গুরু ব'লি কভু কর' মনে ।

কচ । প্রণাম চরণে গুরুদেব !
দেবীর হৃদয়ে
জ্বলন্ত বিষাদশল্য করিয়ে প্রোথিত
চলে যাই আপন নিবাসে ।
তারে প্রভু রেখ' ভুলাইয়ে !
সে যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে—
কাতর নয়নে খুঁজিবে আমারে গুরুদেব,—
ভাল করে বুঝাইয়ে বলিবেন তারে,
গুরুর আদেশে,—ইচ্ছারে গুরুর পদে দিয়ে বলীদান
প্রাণশূন্য হয়ে, কচ গেছে ত্রিদিব নিবাসে ।
সে যেন আমার লাগি ফেলে না নিশ্বাস,—
পদপাশে এই মোর শেষ নিবেদন,
সে যেন জন্মের মত ভুলে যায় মোরে ।
জীবনদায়িনি দেবি ভগিনি আমার !
অজ্ঞানে ফেলিয়া তোমা দেখ চলে যাই,—
করি আমি চণ্ডালের কাজ,
তাহে রোষ ক'র না সুশীলে !
বার বার তিন বার দেছ প্রাণ মোরে,

ভাল তার প্রতিদান করিনু তোমায়।
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে,—
কি করিব—
গুরুর আদেশে, ঘটনার বশে,
হ'ল না বিদায় লওয়া তোমার নিকটে!
অয়ি মান্যা! অসামান্যা গুরুকন্যা মম,—
শ্রীচরণে করি প্রণিপাত,
আশীর্ব্বাদ কর—
তব গুণগ্রাম যেন না হই বিস্মৃত।
আমার আত্মারে সাক্ষ্য করি,
গুরুর শ্রীপদ স্মরি,
ঈশ্বরের নাম লয়ে কহি আমি দেবি!
পৃথিবীর সর্ব্বসুখ-অধিশ্বরী হও,
রমণী-চরিত্র মাঝে আদর্শ হইয়ে
পতি পুত্র লয়ে
পবিত্র সংসার ধর্ম্ম করগে পালন!
গুরুদেব,—দেহ অনুমতি!

শুক্রাচার্য্য। এস বৎস, একবার করি আলিঙ্গন!

(শুক্রাচার্য্যের পদযুগে কচের প্রণাম)

দাও বাবা, বিনিময় দাও!
তুমি মোর পদধূলি নাও,—
আমি তব অশ্রুজল নিই,—
দাও বাবা, বিনিময় দাও!
ওরে চারিদিক বড় অন্ধকার—
চল্ তোরে ভাল ক'রে—
প্রাণখুলে আলো-পথ দেখাইয়ে দিই!

(উভয়ের প্রস্থান)

(সহসা দেবযানী জাগরিত হইয়া)

দেবযানী। এঁ্যা! গেল—গেল—
সত্য সত্য ফাঁকি দিয়ে ফেলে চলে গেল!
একবার কথা কয়ে গেল না?
সত্য গেল, সত্য ফিরে এল না?
ব্যথা দিলে, কথা কয়ে গেল না?
চলে গেল, সত্য ফিরে এল না?
সত্য কি ঘুমিয়ে আছি?
হা পিতা, ঘুমন্ত জ্ঞানে মন্ত্র দিলে মোরে!
কোথা আমি কোথায় অজ্ঞান?
যে অবধি প্রাণসখা এসেছে এখানে,
সে অবধি ঘুম কি নয়নে আছে বাবা?
রজনী নিশীথ হ'লে,
তুমিই ঘুমিয়ে পড়,—
আমার কি ঘুম আছে এই পোড়া চোখে?
তাই তুমি তাড়াতাড়ি মন্ত্র দিয়ে গেলে?
এঁ্যা—এঁ্যা—একি হ'ল? কচ চলে গেল?
কেন গেল? কচ ত' যাবার নয়,
তারে যে হৃদয়াসনে করেছি স্থাপন—
সে কি এই হৃদি হ'তে চ'লে যাবে বলে?
ওরে অভাগিনি,
ওই তোর হৃদয়ের মণি,
যায় চ'লে যায়;—
হায় হায়—একি হ'ল!
প্রাণনাথ! কোথা যাও?
ওই গেল—ওই চলে গেল!
ওই যে পাষাণ পিতা দিল রে বিদায়!

ওই যে পাষাণ পিতা বন পানে ধায় !
ওই যে প্রাণের দেব আমার আশায়,
একবার একবার এ দিকে তাকায় ?
ওমা—ওমা—সত্যই যে কচ চলে যায় !
এই বেলা যাই—এই বেলা যাই—
না হইলে আর রক্ষা নাই,
এই পথ ফিরে—ওই পথ ঘুরে,
এই বেলা যাই যদি তারে পাই !—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বনপ্রান্ত)

কচের প্রবেশ।

কচ। এখনো নিবিড় অন্ধকার !
এখনো বিহগকুল ঢালে নাই সুধাধার,
এখনো উজ্জ্বল শশী মাথার উপর,—
এখনো নিদ্রায় মগ্ন দানব সকলে !
তবে কিছু ধীরে ধীরে যাই !
হাঃ আমি কি নিষ্ঠুর ! বিশ্বাসঘাতক !
ওই দূরে দেবীর সে চারু উপবন,—
ওই নৈশ অন্ধকারে রয়েছে মগন।
আহা, মনে পড়ে সে সকল কথা !
ওই তমালের তলে বসি দুই জনে

ওই তমালের তলে বসি দুই জনে,
কত গান কত কথা হয়েছে মোদের !
তখন কি ভেবেছিল দেবী,—
তারে একাকিনী রাখি
ফাঁকি দিয়ে চলে যাব আমি !
আহা, সে দিনও বালিকা মোরে গদগদ স্বরে
বলেছিল,—
'দেখো' ভাই, আমাকে ত ফেলে চলে যাবে না,
আমি ত তোমার শোকে কেঁদে সারা হব না ?'
আমি তারে কত কথা ক'য়ে
রাখিনু ভুলিয়ে !
এই কি রে বাক্য রক্ষা হইল আমার ?
হা দেবি ! যখন তুমি জাগরিত হয়ে,
শুনিবে পিতার মুখে সাজ্ঘাতিক বাণী,
না জানি তখন কি করিবে,—
না জানি কি বলিবে আমায় !

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। বলিব, স্ত্রীহত্যাকারী অপ্রেমিক তুমি !
বলিব, প্রেমের ভাণে প্রাণ বিনাশিয়ে,
পূর্ণপ্রাণ লয়ে যাও প্রাণহীন হয়ে !
বলিব, একটি আহা সরলা বালায়,
ছলনায় ভুলাইয়ে রাখি,
ফাঁকি দিয়ে ত্যাগ করি ফেলে চলে যাও !
বলিব হে, বুকভরা ধনে
পায়ে ঠেল' বুকে না তুলিয়ে !

কচ। একি একি দেবযানি !
আমার জীবনদাত্রী—
মহাপূজ্যা ভগ্নীস্বরূপিণী—
গুরুকন্যা তুমি দেবযানী ?
কি আশ্চর্য্য !
কি ছলে কে ছল তুমি দেবি !
স্বচক্ষে দেখেছি দেবী শুক্রের তনয়া
শুক্রপাশে শুক্র মন্ত্রবলে অজ্ঞানে ঘুমায়,
নিমেষ না হইতে অতীত,

আচম্বিতে বনপথে সেই মূর্ত্তি নয়ন সম্মুখে !
কিম্বা যদি তাও হয়—দেবো যদি স্বীয় প্রতিভায়
শুক্রমন্ত্র ব্যর্থ করি উঠে অকস্মাৎ,—
তা' হ'লেও মোর দ্রুতগতি কিরূপে জিনিল অবহেলে ?
অথবা তুমিই সেই প্রকৃতি সুন্দরী
স্বপ্নরাজ্যে স্বপ্নরাণী হয়ে স্বপ্নগতি আসিলে হেথায় !
কে তুমি ? মূরতি ধর,—আমি মূঢ়মতি—
বুঝিতে না পারি তব গতি।

দেবযানী। বোধ হয় একদিন—স্বপ্নে তুমি হৃদয়েতে দিয়েছিলে স্থান,—
হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে ;
তাই তুমি সত্য মিথ্যা বুঝিতে পার না !
এবে বুঝি সে স্বপন হয়েছে নিলীন,
তাই তব হয়েছে চমক ?—
এবে বুঝি সে ঘুম ভেঙ্গেছে, তাই এ বিমল দৃষ্টি পেয়েছ নয়নে ?
তাই বুঝি সে মূরতি পাও না দেখিতে ?
একবার চেয়ে দেখ—চোখ্ মিলে দেখ,
আমি সেই দেবযানী শুক্রের নন্দিনী।
এখনো কি বুঝিতে পারনি,
এখনো কি পরিচয় দিতে হবে মোরে ?

কচ। পরিচয় বহুদিন পেয়েছি তোমার !
প্রেম, ভক্তি, করুণা, এ তিন—
একাধারে মিশ্রিত তোমায় !
সরলার ছবি যদি পৃথিবীতে থাকে
সে তুমি, হৃদয়ে তব অতি উচ্চভাব,—আপনি প্রকৃতি—
শিশু বেশে দেবযানীরূপে অবতীর্ণা ধরণীমণ্ডলে !
এ হ'তে আর কি ভগ্নি, দিতে হবে পরিচয় ?
প্রাণদাত্রী গুরুকন্যা ভগ্নী হ'তে স্নেহময়ী তুমি !—
আর্য্যে !—গুরুতর অপরাধে আছি অপরাধী,
দয়া ক'রে ক্ষমা কর মোরে !—
তব ঋণ, এ অধীন—কোন দিন পারিবে না শোধ দিতে,—
মহা ঋণে ঋণী হ'য়ে রহিনু জগতে !
শ্রীপদে প্রণাম করি—কর আশীর্ব্বাদ,
গুরুভক্তি রহুক্ অচলা !
দেবি ! অনুগতে কর গো বিদায় !—

দেবযানী। ও কি বল—ও কি কর! তুমি কি পাগল?
একি তুমি অকস্মাৎ হইলে নূতন?
কচ—কচ!
তুমি যাবে—তুমি মোরে ছেড়ে চলে যাবে?
কেন কেন—কি দোষ করেছি শ্রীচরণে?
তুমি কিহে চলে যাবে ব'লে অধিনীরে মোহে মজাইলে?
দেখ দেখ বুক চিরে দেখ,
তব মুখ ছবি জ্বলে সুবর্ণ প্রভায়।
প্রাণময় প্রেমিকার প্রাণের ঈশ্বর!
প্রণয়িণী প্রেম ভিক্ষা চায়,
প্রেমের ভাণ্ডার খুলি দেহ প্রেম তারে!
প্রভু—প্রভু!—আমি পত্নী—তুমি পতিদেব!—
কচ। একি কর দেবযানি! পায়ে পড় কেন?
অকল্যাণ কেন কর প্রেমময়ী দেবি!
এ আহ্বান সাজে কি তোমার?
ছিছি ছিছি! ছেড়ে দাও অযৌক্তিক কথা!
কেন ভোল' আপন মর্য্যাদা?
হীন জনে এ সম্ভাষ কেন?
ভ্রাতৃভাবে ভালবেসেছিলে,
ভাই বোলে মান বাড়াইলে,
প্রাণ দিয়ে অধমের প্রাণ বাঁচাইলে,
এই মোর যথেষ্ট হয়েছে;—
এ অপেক্ষা মম পক্ষে আর কত হবে?
হে শুভে! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য দেব
সুপূজ্য যেমন মম
তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া;—
তা কি তুমি জান না সুব্রতে?
গুরুপুত্রি, মহাজ্ঞানবতী তুমি,
শিশুমতি বালিকার সম,—
আকাশকুসুম মত কেন এ কল্পনা?
ত্যাগ কর অসার বাসনা,
ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি;—
অতি হেয় নশ্বর এ ছার-
পৃথিবীর বৃত্তি কেন মানসে তোমার?

শান্তিময়ি, শান্ত ভাব ধর—
রোষ ত্যাগ কর—ভাই বোলে দেহ গো বিদায়!

দেবযানী। এই কি ছিল হে মনে হা নির্ম্মম কচ!
অবশেষে ছেড়ে যাবে মোরে?
এই কি দিলে হে শেষে প্রেম প্রতিদান,
প্রণয়ের এই কি হে দিলে পরিণাম?
প্রাণ দিয়ে প্রাণ ছিঁড়ে নিলে?
এই যদি মনে ছিল তব,
তবে—কেন এসে প্রেম ফাঁসে বাঁধিলে আমায়?
সরল অন্তরে—পৃথিবীর প্রেম বুকে করে,
এতদিন পিতার সহিত বসেছিনু শূন্য অভিপ্রায়ে,
তবে তুমি কেন এসে সে জীবন কেড়ে নিলে মোর?
এলে যদি,—কেন নিরবধি
প্রাণে প্রাণে প্রেম ঢেলে দিলে?
বল বল—এই কি উচিত কার্য্য হ'ল?
এ শঠতা কেন হেন সরলার সনে?
বালিকার চক্ষু ফুটাইলে,
দাম্পত্য স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখাইয়ে দিয়ে,
পুনঃ কেন অন্ধকারে অন্ধ করে রাখ?
প্রাণসখা, আর কেন ব্যথা দাও প্রাণে?
আমি সহধর্ম্মিণী তোমার,
সঙ্গে লও—বিসর্জ্জন ক'র না অকূলে!

কচ। ছি ছি! পুনঃ সেই সম্বোধন?
এখনো ফিরাও মন শুন দেবযানি?
আত্মাকে অসুখী কেন কর?
কেন বৃথা কর হে ভর্‌ৎসনা?
এই কি নারীর প্রেম নারীর হৃদয়?
প্রেমের পৃথক্ ভাব নাহি ধরে প্রাণে?
কামনা বিহীন প্রেম নাহি কি নারীর?
প্রেম সনে কামনা মিশিবে?
এ শিক্ষা কোথায় তুমি শিখিলে ভগিনি!
পাত্রাপাত্রজ্ঞানশূন্য হয়ে,
উন্মাদিনী আত্মহারা হয়ে,
নিজ শিষ্যে পতি বলে কর সম্বোধন?

রক্ষা কর বিশালাক্ষি, পদাশ্রিত জনে।
অতি দীন নীচমতি আমি,
আমি শঠ স্বার্থপর—
কোন অংশে উপযুক্ত নহি আমি তব!
কার্য্য হেতু এতদিন ছিনু তব গৃহে,
কার্য্য মোর হইল উদ্ধার, এখন স্ববাসে চলে যাই।
কার্য্য হেতু তুমি ভগিনী আমার,
কার্য্য হেতু কার্য্যপ্রেমে ভালবেসেছিনু,
পত্নীপ্রেম এত কোথা পাব?
ক্ষুদ্র জন পতি হতে পারে কি কখন?
পতির দায়ীত্ব কত—পত্নীর গুরুত্ব কত—
ক্ষুদ্র জন কেমনে বুঝিবে?
বিশেষতঃ - যে শুক্র ঔরসে তুমি লভেছ জনম,
তাঁহারি উদরে আমি করেছিনু বাস,
সে সম্বন্ধে ভেবে দেখ কত বড় তুমি!
পিতা তব দীক্ষাগুরু মম, তাঁর কন্যা তুমি দেবযানী,
ভেবে দেখ, আমা হতে কত শ্রেষ্ঠ তুমি!
ধর্ম্মতঃ ভগিনী হলে,
তবে ভগ্নি, এ সম্বন্ধ সাজে কি আমায়?

দেবযানী। অনাথিনী প্রেমভিখারিণী
একটি বালিকাধনে করিয়ে নিধন,
যাওরে নিশ্চিন্ত মনে আপন ভবনে!
আর বাধা নাহি দিব—কোন কথা না কহিব,
দেবীর হৃদয়ে ব্যথা দাও—বধে যাও,
ত্রিসংসারে চিরসুখী হও,
বুক ছিঁড়ে যাও চলে যাও!
পৃথিবী যে কি পদার্থে হয়েছে নির্ম্মাণ,
এতদিনে বুঝিতে পারিনু!
সত্য, পর কেন হইবে আপন?
সত্য, কার্য্যপ্রেমে ভালবাসা তা কি ভালবাসা?
সে কেবল প্রাণনাশা!
সত্য, পতির দায়ীত্ব ভার ক্ষুদ্র জন কেমনে বুঝিবে?
সত্য সত্য—সব সত্য—প্রেম শুধু মিথ্যা এ সংসারে!
এঁ্যা মিথ্যা ভাণ!

প্রাণের পবিত্র প্রেম শেষে ভাণ হ'ল!
মিথ্যা যদি প্রেম হয়, সত্য তবে কি এ সংসারে!
আরে রে নয়ন! সর্ব্বনাশ-মূল তুই,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান নাই তোর!
হা ধিক্ তোরে—হা ধিক্ মোরে—হা ধিক্ প্রেমে!

কচ। পায়ে ধরি ক্ষম ভগ্নি—

দেবযানী। আবার আবার কেন?
আর কেন আর কেন?
পায়ে ধর এও তব ভাণ,
ভগ্নী বল এও তব ভাণ,
ক্ষমা চাও এও তব ভাণ!
যেমন আমার তুমি ভাণ ক'রে ভুলাইয়েছিলে,
যেমন আমারে তুমি কলঙ্কের দাগ দেগে দিলে,
যেমন নির্দ্দোষে তুমি কাঁদালে আমায়,
এই তার উপযুক্ত প্রতিফল ধর!
এতদিন গুরুগৃহে থাকি,
গুরুরে কপটজালে জড়ীভূত করি,
মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা যা শিখেছ তুমি
সমস্তই হউক নিস্ফল—
বজ্রাঘাত ধর বক্ষস্থলে!

কচ। কি বলিলে কি বলিলে—ওহো হোঃ—
তুমিই কি সেই দেবযানী?
তুমিই কি সেই বালা সরলা সুশীলা
প্রেমে ভোলা সেই দেবযানী?
তুমিই কি সেই সুবসন্ত—জগজ্জন-প্রাণ উন্মাদিনী
মম ভগ্নী দেবযানী?
তুমিই কি সেই শিশু?
যার উদারতাগুণে বাৎসল্য বন্ধনে
শুক্রাচার্য্য হয়েছে বন্ধন?
না না না নিশ্চয় তাহা নয়,
মম প্রাণপ্রদায়িনী দেবযানী মুখে
এ শাপ এ বজ্রবাক্য হয় না নির্গত!
কিম্বা বুঝি কোন এক ভৌতিক ঘটনে
সেই স্বর্গ-পুষ্প পারিজাত কিংশুকে হয়েছে পরিণত।

সেই কমনীয়া মাধবিকা
বিষলতা ইন্দ্রজাল বলে।
সেই সুবসন্ত
রূপান্তর ভয়ঙ্কর প্রভঞ্জন রূপে!
কহি আমি প্রাণ খুলে শুন জগজ্জন,
স্বীয় সহধর্ম্মিণী ব্যতীত
রমণী সমাজে কভু ক'রনা ভ্রমণ!
নারী সনে প্রেমজালে হয়ো না জড়িত!
সে প্রেম নারীর প্রাণে নাই—শূন্যময়!

দেবযানী। ডাক্ ছেড়ে আমিও প্রকাশি ত্রিসংসারে!
তোমা মত অব্রাহ্মণ
ব্রহ্মজ্ঞান ভাণ করে যেবা,
তারে যেন কোন নারী না দেয় হৃদয়!
জগতের শুন ভগ্নি—শুন কন্যাগণ!
সরল প্রণয়ে—সরল হৃদয়ে—না জেনে না শুনে—
গোপনে হৃদয় দান ক'র না কখন,
হেন অসরল জনে ক'র না বিশ্বাস,
তা হ'লে আমার এই প্রাণের নিশ্বাস
জ্বলে জ্বলে বহে যাবে তোমাদের প্রাণে!
দেবযানি, পূর্ণ তোর প্রেম পরিণাম,
পূর্ণ লাভ প্রেমপ্রতিদান!

কচ। শোন শোন দাম্ভিকা রমণি!
আর্য্যধর্ম্ম উপদেশ দিতেছিনু তোমা,
তথাপি আমাকে তুমি দিলে অভিশাপ?
ফলতঃ নিশ্চয় জেন',
এ শাপের উপযুক্ত আমি কভু নই।
ধর্ম্মতঃ হইত যদি অবশ্য ফলিত,
কাম হেতু এ শাপ বর্জ্জন।
শুক্রাচার্য্য জনক তোমার,
তবে তাঁর কন্যা ব'লে
এই মাত্র অভিশাপ হবে সত্য তব,
আমার অধীত বিদ্যা যারে শিখাইব,
পূর্ণ জ্ঞানে সে হবে বিদ্বান!
মম এই প্রতিশাপ কর রে গ্রহণ,

কামতঃ বাসনা তব হউক নিষ্ফল,
বর্ণভ্রষ্ট হবে অচিরাৎ,
অন্য কোন ব্রাহ্মণ কুমার
করিবে না বিবাহ তোমায়।
যেমন দাম্ভিকা তুমি,
সেইরূপ ক্ষত্রিয়াণী হয়ে—ভুবন আলয়ে রহ; —
প্রণাম চরণে।

(প্রস্থান)

দেবযানীর গীত।

সিন্ধু—মধ্যমান।

মুখে প্রেম থাক্‌লে কি হয় প্রাণে প্রেম থাকা চাই;
প্রাণে প্রাণ এক না হ'লে প্রাণে ব্যথা তাইতে পাই।
রূপ বলে তায় ভালবাস,
প্রেম বলে তার জীবন নাশ,
হাসির ভিতর বিষের বাণ এমন কোথাও দেখি নাই;
এমন সুধায় গরল ওঠে প্রেমের গরব এই কি ছাই?
কারেও প্রেমের ভাগ দিব না,
কারুর প্রেমের ভাগ নিব না,
যেমন ছিলেম তেমনি রব কারুর সাথী আর হব না;
একলা হেসে একলা কেঁদে একলা হয়ে চলে যাই!

(প্রস্থান)

শ্রীমহাভারত নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"দেবযানী ও কচ" সমাপ্ত।
